পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 88 Thursday, 27 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮৮ সংখ্যা ❋ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূলের মঞ্চে শুধুই মমতা, 'বাদ' অভিষেক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনশন রয়েছে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ কর্মীদের নিয়ে এই সভা করতে চলেছেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে ইতিমধ্যেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সেজে উঠেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মূল মঞ্চে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকলেও নেই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আর তারপরই ছড়িয়েছে জল্পনা। এর আগে অর্থাৎ ২০২৩ সালের ইন্ডোর সমাবেশে ও মঞ্চের ব্যানারে ছিল শুধুই মমতার মুখ। ২০২৪ সালের একুশে জুলাই মঞ্চেও শুধু সুপ্রিমোরই মুখই ছিল। এর মাঝে আবার 'ক্যালেন্ডার' বিতর্ক। বছরের শুরুতে দেখা যায়, ছবির মাপ নিয়ে শাসকদলের মধ্যে চাপানউতোর। বছরের শুরুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর থেকে একটি ক্যালেন্ডার পাঠানো হয়েছিল দলের জেলা সভাপতিদের। যাতে লেখা ছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত। যাতে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সেকেন্ড ইন কমান্ড

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছবি রয়েছে। কিন্তু, দেখা যায় অভিষেকের ছবিটি মাপে মমতার থেকে বড়। পরে রাজ্য নেতৃত্ব এই ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে নিষেধ করে। বদলে ফেলা হয় ক্যালেন্ডার। আর এই সবের পর ২০২৫ সালের প্রথম তৃণমূলের এত বড় সভা হচ্ছে। আর সেই সভার মঞ্চে শুধুই মমতা। যা নিয়ে ফের ছড়িয়েছে জল্পনা। এদিকে শোনা যাচ্ছে ভোটার তালিকায় 'ভুতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে এবার রাজ্য জুড়ে কর্মসূচির ডাক দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা শাসক এবং স্থানীয় প্রশাসনিক দফতরে হতে পারে ডেপুটেশন কর্মসূচি। ইতিমধ্যেই বারুইপুর ও বারাসত জেলা শাসক দফতরে কর্মসূচি নেয় তৃণমূল। তৃণমূল শিবিরের জল্পনা ইন্ডোরের সভা থেকে এই ইস্যুতে বড় কর্মসূচির ডাক দিতে পারেন। ২৭-এর সভা থেকেই '২৬-এর ভোটের ডাক মমতার। নেত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে তৃণমূল শিবির। ভোটের লক্ষ্যে কী গঠন হতে পারে নীতি নির্ধারণ কমিটি? চর্চা হচ্ছে তৃণমূলে। 'ভুতুড়ে ভোটার' রুখতে কী নির্দেশ দেবেন মমতা, সেটাই দেখার। ভোটার লিস্টে 'ভুতুড়ে ভোটার' প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পাবে নেত্রীর বক্তব্যে। দাবি ওয়াকিবহাল মহলের, ২৬-এর ভোট এ কী হবে আইপ্যাকের ভূমিকা? দলের বৈঠকে স্পষ্ট করে দিতে পারেন নেত্রী। রদবদল নিয়েও দিতে পারেন জোরাল ইঙ্গিত। তবে অনেকের মত ইন্ডোরের সভায় রদবদলের ঘোষণা হবে না। রদবদলের তালিকা প্রকাশিত হবে পরবর্তীকালে। ইন্ডোরের সভার দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। তবে নেতা তার আগে শাসকদলের অন্দরে সবচেয়ে বড় কৌতূহল- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ওই সভায় থাকবেন? আনুষ্ঠানিক ভাবে এ বিষয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে কেউ কিছু বলছেন না।

দোষ করলেও নেতাদের ভোটে লড়ার অধিকার চিরকালের জন্য কাড়া ঠিক নয়
সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ অপরাধমূলক মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাজনীতিবিদদের উপরে আজীবন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে অত্যন্ত কঠিন। সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই বলল কেন্দ্র। সরকার পক্ষের দাবি, কোনও অপরাধমূলক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে ৬ বছরের জন্য বরখাস্ত করা হয়, এটাই যথেষ্ট শাস্তি। আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন যে সকল রাজনীতিবিদরা, যারা অপরাধমূলক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তাদের আজীবনের মতো রাজনীতির

লড়াই থেকে নিষিদ্ধ করা হোক। তারা কেউ যেন আর ভোটে লড়তে না পারেন। পাশাপাশি সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিও করেছিলেন। আজ, বুধবার কেন্দ্রের তরফে এই আর্জির বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্র জানায়, এটা সংসদীয় বিষয়। এ দিন কেন্দ্রের হলফনামায় বলা হয়, আজীবন ব্যান বা নিষেধাজ্ঞা করা সঠিক কি না, তা সংসদের বিচার্য বিষয়। নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা সংসদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭০০-র বেশি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার ৮, সাইবার অপরাধ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জয়েন্ট সিপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ শহরে বাড়বাড়ন্ত সাইবার ক্রাইম। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সামনে এসেছে। তাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। তা নিয়ে জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রূপেশ কুমার। কলকাতা পুলিশের সাইবার থানা তদন্ত করেছে। সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করেছে। সিম কার্ড সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালিয়ে সুয়োমোটো কেস করে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে দেখা যায়, কিছু অভিযুক্ত সিম কার্ড বিভিন্ন প্রতারকদের কাছে বিক্রি করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ইস্যু

করেছে সিম কার্ড। তারপর সেই সমস্ত সিম প্রতারকদের হাতে বিক্রি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাইবার ক্রাইমে আট জন গ্রেফতার করা হয়েছে। জয়েন্ট সিপি জানিয়েছেন, ৭০০-র বেশি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে প্রি-অ্যাকটিভেট সিমও আছে। দেশের বাইরেও এই সিম পাঠানো হয়েছে। এইসব সিম ব্যবহার করে নানা ধরনের সাইবার প্রতারণা, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ব্যাঙ্ক ফ্রডের মতো সাইবার অপরাধে এই সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। গত বছর এই ধরনের অপরাধে কলকাতা পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল, সেই চক্রের সঙ্গে এদের যোগ আছে কি না দেখা হচ্ছে। জয়েন্ট সিপি ক্রাইম জানান, ভুয়ো কলসেন্টারের মামলায়, গার্ডেনরিচে অভিযান চালানো হয় হোয়াইট হাউস ও গ্রিন ভিলা দুটো বিল্ডিংয়ে সার্চ করে ভুয়ো কল সেন্টার পাওয়া যায়। এই কলসেন্টার থেকে নানাধরনের সাইবার ফ্রড করা হত। ইউএস, অস্ট্রেলিয়া নাগরিকদের কল করা হত। বলা হত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ফোন করা হয়েছে। গ্রাহকদের ল্যাপটপ, ডেস্কটপ নিজেদের রিমোটে নিয়ে প্রতারণা করা হত বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

মদ্যপানের প্রমাণ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট, শেষমেষ বাবলু যাদবকে ধরল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পানাগড়, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ পানাগড়ে নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত বাবলু যাদবকে আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে বর্ধমান থেকে তাঁকে আটক করেন আধিকারিকরা। কিন্তু কেন বাবলুকে আটক করতে পুলিশের এত সময় লাগল না নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রথমে একে রেষারেষির ঘটনা বলেও পুলিশকে কেন অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করতে হল প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। রবিবার রাতে সুতন্দ্রার মৃত্যুর পর সোমবার সাংবাদিক বৈঠক অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করে কাঁকসা থানা। এর পর বিকেলে বাবলু যাদবের বাড়িতে যায় পুলিশ। সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এর পর রাতে বর্ধমান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু কেন ঘটনা ঘটার পরে বাবলু যাদবকে ধরতে পুলিশের এতক্ষণ সময় লাগল কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ বাবলু যাদবই যে অভিযুক্ত গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। অভিযোগ উঠেছে, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে সুতন্দ্রাকে কটূক্তি করেন তিনি। আর

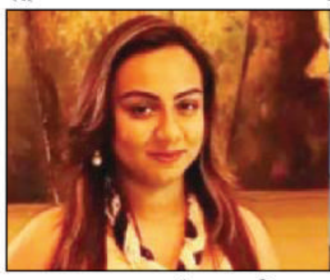

করে আসানসোল- দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার জানান, এটি রেষারেষির ঘটনা। কটূক্তি করার কোনও অভিযোগ সুতন্দ্রার গাড়ির অন্য আরোহীরা করেননি। যদিও সংবাদমাধ্যমে সুতন্দ্রার গাড়ির চালক বারবার কটূক্তি করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন। একই অভিযোগ করেছেন সুতন্দ্রার মা-ও। লাগাতার চাপের মুখে সোমবার দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয়দের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি মদ্যপান করেছিলেন কি না তা নিশ্চিত হতে মদ্যপানের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। তার পর নমুনা সংগ্রহ করলে মদ্যপানের সময় নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয় না। রবিবার রাত সাড়ে বারোটার ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জনৈক অভিষেকের নাম জড়াতেই কুণাল বললেন, 'আমি জানি না, আমি দেখিনি'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। সেখানে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ রয়েছে। সিবিআই-এর দাবি, তিনি নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কাছ থেকে ১৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন। তবে কে এই জনৈক অভিষেক তার প্রকাশ করেননি এজেন্সি। এই নিয়েই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এ দিন কুণাল বলেন, ''আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। যাঁরা মামলার সঙ্গে জড়িয়ে তাঁদের আইনজীবীরা বলতে পারবেন। যে বিষয় আমি জানি না, দেখিনি সেই নিয়ে অনুমান ভিত্তিক কোনও মন্তব্য করব না।'' অর্থাৎ গোটা বিষয়টিকে যে কুণাল এড়িয়েছেন তা মনে করছেন রাজনীতির কারবারিদের একাংশ। সম্প্রতি, সিবিআই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়েছে। সেই চার্জশিটের বারো নম্বর পাতার সতেরো দশমিক দশ পয়েন্টে বলা হচ্ছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষের বৈঠক হয়। সেখানে কুন্তলের নির্দেশে কথোপকথনের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং হাতে আসে সিবিআই-এর। সেখানেই জনৈক অভিষেকের নাম উল্লেখ রয়েছে।

বার্লা, শঙ্কু-সহ ৩২ জন বিজেপি নেতার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করল শাহের মন্ত্রক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে আচমকা বাংলার ৩২ জন বিজেপি নেতার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করল অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই তালিকায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতা জন বার্লা থেকে দক্ষিণবঙ্গের নেতা শঙ্কুদেব পাণ্ডা, আইপিএস দেবাশিস ধর-সহ একাধিক নেতা। এদের কেউ দু'জন, কেউ বা ছ'জন নিরাপত্তা রক্ষী পেতেন। আচমকা এক লপ্তে এতজন নেতার নিরাপত্তা কেন প্রত্যাহার করা হল তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। বিজেপির নেতারাও বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে দুই বঙ্গের একাধিক নেতার। এদের মধ্যে জন বার্লা, শঙ্কুদেহ পণ্ডার পাশাপাশি রয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে, বিজেপির রাজ্য যুগ্ম আহ্বায়ক দেবব্রত বিশ্বাস, ঝাড়গ্রামের বিজেপি নেতা প্রণত টুডু, বিজেপি নেত্রী প্রণতি মাঝি। বাকিরা হলেন, বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য, কোচবিহারের নেতা অভিজিৎ বর্মন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস, রাজ্য নেতা অজয় রায়, নদিয়ার জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, উলুবেড়িয়ার অরুণোদয় পাল চৌধুরী, আরামবাগের অরূপকান্তি দিগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও মাজিলপুর পুরসভার ২নম্বর ওয়ার্ডের অশোক কাণ্ডারি, জগদীশপুরের অশোক পুরকায়স্থ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির ব্রজ, উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, ডায়মন্ড হারবারের দেবাংশু পাণ্ডা, বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা দীপক হালদার, রাজ্য নেতা জয়দীপ ঘোষ, জীবেশচন্দ্র বিশ্বাস, লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের বিজেপি নেতা নির্মল সাহা, রাজ্যের বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির রাজ্যের আহ্বায়ক পলাশ রানা, বোলপুরের পিয়া সাহা, বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল, ঘাটালের জেলা সভাপতি তন্ময় দাস, কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস দাস প্রমুখ। কী কারণে নিরাপত্তা প্রত্যাহার তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে চাননি বিজেপির নেতারা। শঙ্কুদেব পণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোন বেজে গিয়েছে। আর আলিপুর দুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লা বলেন, ''যখন নিরাপত্তা দিয়েছিল তখনও বলে দেয়নি। তুলে নেওয়ার কারণও কিছু জানায়নি। তবে আমার একার নয়, আরও অনেকেরও সিকিউরিটি তুলে নেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি।''

অন্যায়ভাবে 'টার্গেট' করা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে !
সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বলে বারে বারে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' ভাবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে 'টার্গেট' করার বড় অভিযোগ আনলেন অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু। বুধবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সঞ্জয় বসুর অভিযোগ, ইডি হোক বা সিবিআই, দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখনই তাঁর মক্কেলকে ডেকেছেন তখনই তিনি হাজিরা দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় নথিও জমা দিয়েছেন। তারপরও যেভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা থেকে স্পষ্ট অভিষেককে রাজনৈতিক কারণে বারে বারে হেনস্থা করা হচ্ছে। নিজের দাবির স্বপক্ষে আইনজীবী সঞ্জয় বসুর দাবি, ''ইডি আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ আদালতে দাখিল করতে পারেনি। তারপরও তৃতীয় চার্জশিটে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে আমার মক্কেলের নাম রাখা হল। এটা হেনস্থা ছাড়া আর কী?''

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আদালত সূত্রের খবর, চার্জশিটে একটি অডিও ক্লিপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই অডিও ক্লিপে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যর পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও শোনা গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পার্থ ও মানিক পরিচয় উল্লেখ করলেও অভিষেকের নামের পাশে পরিচয়ের জায়গায় স্রেফ 'জনৈক' লেখা হয়েছে। এরপরই তাঁর মক্কেলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অভিযোগে সরব হয়েছেন আইনজীবী সঞ্জয় বসু। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিষেকের বিরুদ্ধে 'সমর্থনযোগ্য' কোনও নথি বা প্রমাণ আদালতে জমা করতে পারেনি। তারপরও তাঁর নাম জড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতেও যেতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের আইনজীবী সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন বলে অনেকের অভিমত।

নিয়োগ দুর্নীতিতে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ কোটি টাকা দাবি
'কাকু'র কণ্ঠ পরীক্ষা করে চার্জশিটে উল্লেখ সিবিআই-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। পরবর্তীতে সেই সুজয়কৃষ্ণর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করে সিবিআই। এরপর তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেই চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। বেআইনি নিয়োগে 'কালীঘাটের কাকু'-র কাছ থেকে তিনি পনেরো কোটি টাকা দাবি করেছেন। তবে কোন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার উল্লেখ চার্জশিটে নেই। এ দিকে, এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসু। তিনি বলেছেন, ''আমার মক্কেল ইডি-সিবিআই তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। এরপরও

সিবিআই ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। মরিয়া হয়েই অভিষেকের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা করছে সিবিআই।'' সম্প্রতি, সিবিআই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়েছে। সেই চার্জশিটের বারো নম্বর পাতার সতেরো দশমিক দশ পয়েন্টে বলা হচ্ছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষের বৈঠক হয়। সেখানে কুন্তলের নির্দেশে কথোপকথনের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং হাতে আসে সিবিআই-এর। সিবিআই-এর চার্জশিটে এও উল্লেখ রয়েছে, রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলছেন, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিকে বেআইনি নিয়োগের জন্য ১৫ কোটি টাকা চেয়েছে। তবে সুজয় সেই টাকা তুলতে পারছেন না বলে শোনা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট অডিয়োতে। এর পাশাপাশি কুন্তল ঘোষ-শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়রা টার্গেট নেয় আরও দু হাজার চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা তুলবে বলে।

একই দিনে দুটি দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বসু!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ একই দিনে দুটি দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। জিটিএ নিয়োগে দুর্নীতি মামলা এবং বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর ও বাফার এলাকায় থাকা রিসর্ট, হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।। দুটি মামলাতেই রাজ্যের আর্জি মেনে হাইকোর্টের বদলে সার্কিট বেঞ্চে মামলাগুলির যুক্তি মেনে অব্যবহতি নেন বিচারপতি। আর তার পরেই প্রশ্ন উঠছে এতদিন পর হঠাৎ রাজ্য এই মামলা হাইকোর্ট থেকে কেন সরানোর দাবি জানাল? প্রথম মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে রাজ্যের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন তিনি। এই ইস্যুতে রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ বিচারপতি। তাই কার্যত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সার্কিট বেঞ্চের আইন সামনে আনেন। তাঁর যুক্তি এই মামলা শোনার এক্তিয়ার এই আদালতের নেই। কিন্তু গতবছরের ৩০ এপ্রিল থেকে ২৫ বার শুনানির পর কেন এই আর্জি তার ব্যাখ্যা রাজ্য করেনি। এই দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বিনয় তামাংয়ের। তাঁদেরকে নোটিস পাঠানো হয়নি কেন, সে বিষয়ে বিচারপতির প্রশ্ন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এতদিনে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? প্রশ্নেরও উত্তর মেলেনি। এর পর দুপুরে বক্সা টাইগার বাফার জোনের মামলায় রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই আইন তিনিও দেখান। বিচারপতি এরপর ওই মামলা থেকেও সরে দাঁড়ান। এই মামলা থেকে সড়ে দাঁড়ানোর বিরোধিতা করে পরিবেশবিদ সুভাস দত্ত বলেন, ''জায়গা নয় বিচারপতি গুরুত্বপূর্ণ। সার্কিট বেঞ্চে এই মামলার কী ভবিষ্য হবে?'' তবে জিটিএ মামলায় রাজ্যের ভূমিকার পর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে সরকারের পদস্থ আইনজীবীর সম্পর্কের কারণেই কী রাজ্য সুর নরম করল?

পিসিশাশুড়িকে মেরে পিস-পিস করে কেটে তাঁরই ট্রলি ব্যাগে ঢুকিয়েছিল বৌমা!
কুমোরটুলি কাণ্ডে মা-মেয়ের জেল হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ কুমোরটুলি কাণ্ডে ধৃত মা এবং মেয়ের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হল। বুধবার তাঁদের তোলা হয়েছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। বিচারক দুজনকে ১ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালত কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত কেস ডায়েরি মধ্যমগ্রাম থানার হাতে তুলে দিতে হবে। বারাসাত আদালতে হবে এই মামলার শুনানি। বৃহস্পতিবার থেকেই তার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রসঙ্গত, এদিনই অন্যতম ধৃত ফাল্গুনী ঘোষকে নিয়ে নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ ফরেনসিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মধ্যমগ্রামে গেছিল। যে বাড়িতে ধৃতরা ভাড়া থাকতেন সেই বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত জমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে খুনে ব্যবহৃত ইট। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু জিনিস ঘটনাস্থল এবং আশপাশ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার মধ্যে রয়েছে ধৃতদের মোবাইল, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং ভ্যানিটি ব্যাগ। তবে যে অস্ত্র দিয়ে পা কাটা হয়েছিল সেটা উদ্ধার হয়নি। এই কাজে ফাল্গুনীদের কেউ সাহায্য করেছিলেন নাকি তাঁরা নিজেরাই এই কাজ করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খুন করার পর মা-মেয়ে কাটা দেহ ট্রলিব্যাগে ভরে তাঁরা বেরিয়েছিলেন কলকাতা যাওয়ার জন্য।

প্রথমে একটি ভ্যান ভাড়া করেছিলেন তাঁরা। সেই ভ্যানচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য জেনেছে পুলিশ। ওই চালক জানিয়েছেন, দুজনে দোলতলায় যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। এর জন্য ১৩০ টাকা ভাড়া দিয়েছিলেন। পুলিশ জানতে চায়, তাঁদের কাছে ভারী ব্যাগ থাকায় তাঁর সন্দেহ হয়েছিল কিনা। ভ্যানচালক বলেন, অস্বাভাবিক কিছু নজরে আসেনি। এবার ধৃতদের জেরা করে আর কী তথ্য পুলিশ জানতে পারে, সে দিকেই নজর সকলের। অভিযুক্তদের পুলিশ ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করেই চলেছে। আর তাঁদের জেরা করে প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক তথ্য। জানা গিয়েছে, মৃত পিসি শাশুড়ি সুমিতা ঘোষের সঙ্গে ফাল্গুনীর গণ্ডগোল ছিল দীর্ঘদিনের। সেই মতোই বচসা হয়। আর বিভিন্ন কথার মধ্যেই হঠাৎ করে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। এর থেকে হাতাহাতিতে পৌঁছায় পরিস্থিতি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘরের মধ্যে একটা গোটা ইঁটের অর্ধেক অংশ রাখা ছিল। সেই ইঁট খাটের তলায় রাখা ছিল। পুলিশ জানাতে পেরেছে, এই ইঁট মারার সময় ব্যবহার হয়েছে। এরপর সুমিতা ঘোষের ট্রলি ব্যাগ ব্যবহার করেই তাকে পিস-পিস করে কেটে দেহ তার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে সুমিতা ঘোষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা আছে। যদিও সেই টাকা সম্পর্কে দুই অভিযুক্ত অবগত কি না তা জানতে চায় তদন্তকারী অফিসাররা। উল্লেখ্য, গতকাল ফাল্গুনী ঘোষ ও তাঁর মা আরতি ঘোষ একটি ট্রলিব্যাগ নিয়ে আসেন আহিরীটোলা ঘাটে। সেটি দেখেই সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। ব্যাগের ভিতর কী রয়েছে তা জানতে চান স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু অভিযুক্তদের বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তারপর ডাকা হয় পুলিশ। তখনই পুরো বিষয়টি ফাঁস হয়।

চতুর্থ শাহী স্নান সম্পন্ন, মহাকুম্ভের জন্য ফের প্রতীক্ষা ১৪৪ বছরের

প্রয়াগরাজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ইতিহাসের সাক্ষী থাকল উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলায় অংশ নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে ইতিমধ্যেই পুণ্যস্নান করেছেন ৬৩ কোটিরও বেশি ভক্ত। দেশ ও বিদেশ থেকে আগত কোটি কোটি ভক্ত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন।মহাকুম্ভ মেলা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে নিজস্ব অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। বুধবারই মহাকুম্ভ মেলার অন্তিম দিন। মহাশিবরাত্রির পবিত্র দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে চতুর্থ অমৃত স্নান করেছেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে পুণ্যার্থীদের ওপর পুষ্পবর্ষণ করা হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল মহাকুম্ভ মেলা, টানা ৪৫ দিন ধরে চলেছে পুণ্যস্নান।

মহাশিবরাত্রিতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে ভক্তদের ঢল, শৈবতীর্থে পূজার্চনা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ দেশজুড়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন শৈবতীর্থে ভক্তদের ঢল নামে। চলে পূজার্চনা। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে চলে বিশেষ পূজার্চনা। হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন ভক্তরা। বিপুল সংখ্যক ভক্তরা মুম্বইয়ের শ্রী বাবুলনাথ মন্দিরে পৌঁছে মহা শিবরাত্রির উপাসনা করেন।নাসিকের শ্রী ত্রিম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরেও মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে চলে বিশেষ পূজার্চনা। কলকাতার শিব মন্দির শ্রী আদি ভূতনাথ মন্দিরেও ভক্তদের ঢল নামে। মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এদিন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পৌঁছেছেন। নেপালের কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরেও বিশেষ পূজার্চনা করা হয়েছে এদিন।

মহাশিবরাত্রিতে শুভেচ্ছা রেখা গুপ্তার, দিল্লি ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দিল্লি তথা সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। ভগবান শিবের কাছে দিল্লি ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা দিল্লির গৌরী শঙ্কর মন্দিরে যান, ভগবান শিবের পুজো করেন তিনি।পরে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমি প্রার্থনা করি ভোলেনাথ ও মা গৌরীর আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর থাকুক এবং দিল্লি ও দেশ এগিয়ে যাক।

পাঠানকোটে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, নিহত এক অনুপ্রবেশকারী

পাঠানকোট, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্জাবের পাঠানকোটে অনুপ্রবেশ রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক অনুপ্রবেশকারীর। বুধবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার ভোরের আলো ফোটার আগেই পাঠানকোট এলাকায়, তাশপাটান বর্ডার আউট পোস্টের কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে।প্রথমে ওই অনুপ্রবেশকারীকে সতর্ক করে থেমে যেতে বলেন বিএসএফ জওয়ানরা। তারপরও সে এগিয়ে আসতে থাকে। ঝুঁকি বুঝতে পেরে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। এরপর ওই অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় ও লক্ষ্য কি ছিল, তা খতিয়ে দেখছে বিএসএফ।

দেশের সেবায় প্রথম ধাপ হল ভোটদানঃজ্ঞানেশ কুমার

মাদুরাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটদানের ওপর ফের জোর দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর কথায়, দেশের সেবায় প্রথম ধাপ হল ভোটদান। বুধবার সকালে মাদুরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার

বলেছেন, ভারতের সমস্ত নাগরিক যারা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাদের নির্বাচক হওয়া উচিত এবং সর্বদা ভোট দেওয়া উচিত। ভারতের নির্বাচন কমিশন সব সময় ভোটারদের পাশে থাকবে।মাদুরাই সফর প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, আমি মাদুরাই এসেছিলাম, এখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কাজ পর্যালোচনা করেছি। সেখানে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা নির্বাচন অফিসার ও ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকরাও ছিলেন। তাঁরা ভাল কাজ করছেন এবং আমি মাদুরাইয়ের সমস্ত ভোটারদের মঙ্গল কামনা করি।

কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকা যায় নাঃ উপরাষ্ট্রপ্রতি

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ২৬ ফেব্রুয়ারিঃউপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, কৃষকদের বিষয়গুলির সময়মতো সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশ কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ধারওয়াড়ে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং অমৃত মহোসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষকদের দুর্দশা দেশের দ্রুত নজর দাবি করে, কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই দেশে, যে দেশের উত্থান হচ্ছে এবং যে উত্থান অদম্য, যে উত্থান আগে কখনও হয়নি, সেখানে আমরা কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরদ্বেগ থাকতে পারি না। সব বিষয়ের সমাধানে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি বলব, কৃষকদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে সময় আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কাজ করছে। আমরা চাই সকলে একযোগে সমন্বয় রেখে ইতিবাচক মন নিয়ে সমাধান খুঁজুক।দেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক বড় গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র, খাদ্য, ভোজ্য তেল এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং লাভজনক হয়ে উঠছে। সেই লাভের সমান ভাগ পাওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের। এইসব সংস্থাগুলির উচিত তাদের সিএসআর তহবিলগুলিকে কৃষকদের কল্যাণে, কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণায় ব্যবহার করা। এই বিষয়ে তাদের খোলা মনে ভাবা উচিত। কারণ কৃষিপণ্য তাদের জীবনরেখা এবং সেই হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা। আমাদের ৩টি জিনিস করতে হবেঃ এক, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে। দুই, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতেই হবে। এবং তিন, যেকোনও মূল্যে আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যখন কৃষকরা আর্থিকভাবে ভালো থাকেন, অর্থনীতি প্রাণবন্ত থাকে কারণ কৃষকদের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ে। যখন কৃষক ব্যয় করেন, তখন অর্থনীতি নিজে নিজেই চালিত হয়। এবং সেই

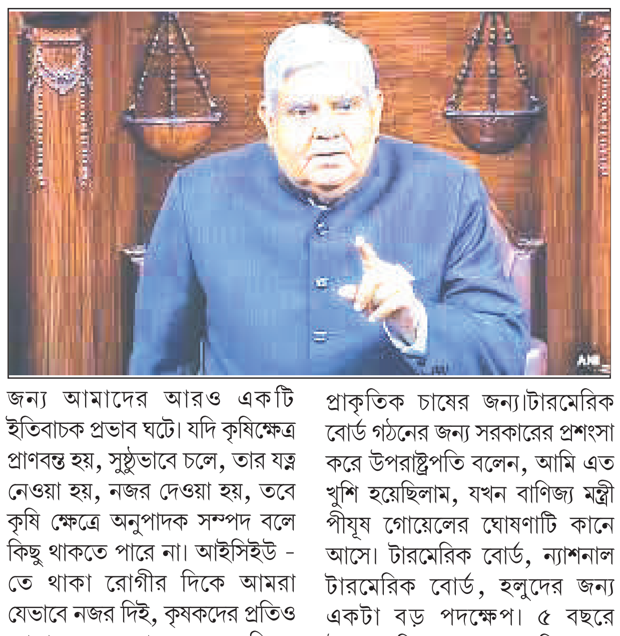

জন্য আমাদের আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব ঘটে। যদি কৃষিক্ষেত্র প্রাণবন্ত হয়, সুষ্ঠুভাবে চলে, তার যত্ন নেওয়া হয়, নজর দেওয়া হয়, তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপাদক সম্পদ বলে কিছু থাকতে পারে না। আইসিইউ - তে থাকা রোগীর দিকে আমরা যেভাবে নজর দিই, কৃষকদের প্রতিও আমাদের সেভাবে নজর দিতে হবে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো মৌলিক চাপ থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, সময় এসে গেছে বিশ্লেষণ করার এবং কৃষিক্ষেত্রকে মৌলিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার। সরকার অনেক কিছু করছে কিন্তু কৃষক এখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। ঘাটতি থাকলেও তাকে ভুগতে হয়, প্রাচুর্য থাকলেও তাকে ভুগতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের এমন পদ্ধতি বের করতে হবে, যাতে আমাদের কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।কৃষি ক্ষেত্রের সকল রকম ভর্তুকির সরাসরি হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী ধনখড় বলেন, আমি চাই এবং আমি জোর দিয়ে সুপারিশ করছি, কৃষিক্ষেত্রে সার অথবা অন্য কিছু বাবদ দেওয়া যেকোনও ভর্তুকি যেন সরাসরি পৌঁছয় কৃষকের কাছে। কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন, এমন কী সার যাতে ভর্তুকির পরিমাণ বিপুল..... কৃষিক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদদের ভাবতে হবে যদি এই সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছয় তাহলে সে রাসায়নিক সারের বিকল্প খুঁজতে পারে। কৃষকরা এই টাকা ব্যবহার করতে পারে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য।টারমেরিক বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি এত খুশি হয়েছিলাম, যখন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ঘোষণাটি কানে আসে। টারমেরিক বোর্ড, ন্যাশনাল টারমেরিক বোর্ড, হলুদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ। ৫ বছরে উপাদন দ্বিগুণ হবে। রপ্তানির জন্য বাজার তৈরি করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাতেও মূল্য যুক্ত করতে পারবেন কৃষকরা...... ভারত সরকার টারমেরিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে হলুদে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি দারুণ সাফল্য। আমি জোরালো ভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের জন্য এমন ধরনের বোর্ড গঠনের আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে, যাতে সেগুলিতে মূল্য যুক্ত হয় এবং বিশেষ নজর পায়। কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ধনখড় বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন। নিরন্তর রূপান্তর হোক। যুক্ত হোক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির দ্রুত বদল ঘটছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও পুরনো ট্রাক্টরকে আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রাক্টর এমন একটি বিষয় যাতে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ। কৃষকদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে। তাদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর বোঝাতে হবে। এবং সেই জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বড় ভূমিকা আছে। সাধারণত, ৫০ হাজার কৃষক প্রতি একটি করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। একবার ভেবে দেখুন যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই ৫০ হাজার কৃষক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত হয়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে।স্স্রতিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছি। ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মতো সংস্থাগুলি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকে কৃষককেন্দ্রিক হতে হবে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাস্তবের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে হাতে কলমে প্রমাণ পাওয়া যায়...... ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ অনেক দূর পৌঁছে গেছে। এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কানে যেন সেই রেশ পৌঁছে যায়।সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দেশের বেড়ে চলা প্রত্যাশার বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত হারে। এত দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি মধ্যে আমরাই বৃহত্তম। এক মাইল ফলক থেকে আমরা আরেক মাইল ফলকে পৌঁচচ্ছি। আমরা পঞ্চম বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ২ বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি। পরিকাঠামোয় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল অর্থনীতি দেশকে পরিবর্তিত করেছে প্রত্যাশী দেশে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশী দেশ। কারণ রাস্তার পরে, রেলের পরে, বিমানের পরে, ডিজিটাল সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। শৌচাগারের পরে, নলবাহিত জলের পরে, গ্যাস সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। সুলভে বাড়ির পরে আপনারা আরও চাইছেন। বিপুল ব্যাঙ্কিং অন্তর্ভুক্তির পরে আপনারা আরো চাইছেন কারণ এগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। আমরা কখনও ভাবিনি সাধারণ মানুষ গ্রামে গ্রামে এই সুবিধা পাবে। শৌচাগার, নলবাহিত জল, গ্যাস সংযোগ, সুলভে আবাসন, সড়ক সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ। আমরা কখনও এটা ভাবতে পারিনি। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীজি দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, ' দিল মাঙ্গে মোর'।

ইদে দু'দিনের ছুটি, পুরসভার বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক, শোকজ আধিকারিককে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইদে দুদিনের ছুটি, আর বিশ্বকর্মা পুজোয় নেই! কলকাতা পুরসভার নয়া বিজ্ঞপ্তি ঘিরে শোরগোল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে বিশেষ একটি ধর্মকে তোষামোদ করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। প্রশ্ন তোলা হয়, এটা পশ্চিমবাংলা নাকি বাংলাদেশ? বিতর্ক শুরু হতেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে পুরসভা। পরে কলকাতা পুরসভার শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের ছুটির তালিকা মেনেই কলকাতা পুরসভার ছুটির তালিকা তৈরি করা হয়। শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার কারও অনুমতি না নিয়ে নিজের মতো করে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটিকে ইদের সঙ্গে মিশিয়েছেন। এটা এক্তিয়ার বহির্ভূত। ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে।সন্দীপনবাবু জানান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ম্যানেজারকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হবে। তিনি যা যা শৃঙ্খলাবিষয়ক পদক্ষেপ করার করা হবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, বিরোধীদের কাজই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা। ফলে এনিয়ে নতুন করে কোনও মন্তব্য করব না।

আটক অভিযুক্তদের গাড়ির মালিক তথা চালক বাবলু

পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পানাগড় কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের জালে অভিযুক্তদের গাড়ির মালিক তথা চালক বাবলু যাদব। মঙ্গলবার গভীর রাতে বর্ধমানের একটি হোটেল থেকে তাঁকে আটক করে কাঁকসা থানার পুলিশ। তবে তাঁকে গ্রেফতার করতে এত সময় কেন লেগে গেল পুলিশের, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।তরুণীর মৃত্যুর পরই জানা গিয়েছিল একটি সাদা গাড়ির কথা। অভিযোগ ছিল, ওই গাড়িতে থাকা যুবকরাই নাকি উত্যক্ত করছিল সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়কে। ইভ টিজারদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণ খোয়াতে হয়েছে তরুণীকে। ঘটনার ২ দিন পর অভিযুক্তদের সাদা 'ক্রেটা' গাড়ির মালিক বাবলু যাদবকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার দিন চালকের আসনে ছিলেন বাবলুই। বর্তমানে থানায় রয়েছেন তিনি। যদিও আটকের বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেনি কাঁকসা থানা।পানাগড়ের ঘটনা নিয়ে পুলিশ দাবি করেছিল, এটি রেষারেষির ঘটনা, কোনও কটুক্তি করা হয়নি।

বীর সাভারকরকে শ্রদ্ধা অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকর জিকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বুধবার এই ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ভিডিও-সহ অমিতবাবু লিখেছেন, মাতৃভূমি, স্ব-সংস্কৃতি এবং জাতির জন্য সর্বপ্রথম ত্যাগ ও উৎসর্গের শিখরে পৌঁছানো যায় কিভাবে, তিনি তাঁর জীবনের মাধ্যমে বলেছিলেন। জাতপাতের বাধা থেকে সমাজকে মুক্ত করে জাতীয় ঐক্যের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী মাতৃভূমির সেবার পথে মেরু নক্ষত্রের মতো অনুপ্রেরণা জোগাবে।প্রসঙ্গত, বিনায়ক দামোদর সাভারকর (মে ২৮, ১৮৮৩ - ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৬৬) অভিনব ভারত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতিহাস বিখ্যাত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সাভারকরকে। তাঁর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের ব্রাউনিং পিস্তল সরবরাহ করার অভিযোগ ওঠে। ১৯১১ সালের ৩০ জানয়ারি মামলার চূড়ান্ত বিচারে দীর্ঘ ২৫ বছর সশ্রম কারাবাস হয়।

শ্রীভূমি জেলায় পিএম পোষণ চাল বরাদ্দ

শ্রীভূমি (অসম) ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ শ্রীভূমি জেলায় জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে পিএম পোষণের (মিড ডে মিল) অধীনে ছাত্র ছাত্রীদের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষা সেতুর উপস্থিতি অনুসারে ক শ্রেণী ও নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রী পিছু দৈনিক ১০০ গ্রাম এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রী পিছু দৈনিক ১৫০ গ্রাম করে চাল জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই চাল ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে তুলতে এবং বিতরণের অবস্থান আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাখিল করতে খাদ্য গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ থেকে জিপিএসএস নমিনিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দান করা জমিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে অন্য নির্মাণ, ক্ষুব্ধ আদালত

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোভিডের পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে নজর দেয়নি প্রশাসন। সেখানে দু'জন চিকিৎসক রয়েছেন। উন্নতির পরিবর্তে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে এখন নির্মাণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই অভিযোগ করেন জাকির হোসেন মোল্লা। তাঁর পিতামহ সেখানে অনেকটা জমি দিয়েছিলেন হাসপাতাল তৈরির জন্য। শুনানিতে ক্ষোভ জানান প্রধান বিচারপতি।অভিযোগ, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফাঁকা অংশে একটি পাম্প তৈরির কাজ চলছে। তাতে অনুমোদন দিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন জাকির।মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিপর্বে এ বিষয়ে হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ- ' মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের জন্য ঘোষণা করছেন। আর স্বাস্থ্যসচিব হলফনামা দিয়ে উল্টো কথা বলছেন।'' প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার বলে, ' মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের জন্য অনেক কিছু ঘোষণা করেছেন। বেতন বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তবে, এই মামলায় মঙ্গলবার আদালত আবার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের সচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে।প্রধান বিচারপতি নির্দেশ, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মান উন্নয়নে কী পরিকল্পনা রয়েছে তা জানাতে হবে। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন স্বাস্থ্যসচিব রিপোর্ট দিয়ে পরিকল্পনার কথা জানাবেন। হাই কোর্ট জানিয়েছে, জনস্বার্থে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে জল প্রকল্পের কাজ করা যাবে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব আদালতে জানান, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থার উন্নতি করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট দেখে হাই কোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ' বছরের পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে। ১৯৭৬ সালেও যা ছিল ২০২৫ সালে এসেও তা-ই। এত বছরে একটিও শয্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। স্বাস্থ্যসচিব বলছেন, সেখানে যথেষ্ট শয্যা রয়েছেন। এটি তাঁর অবস্থান। কিছু তো যুক্তিপূর্ণ কথা বলুন।প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এ বার ভাবুন, হাই কোর্টে ৩৪ জন বিচারপতি ছিলেন। এ বার কেউ যদি বলেন আর বিচারপতি দরকার নেই। সপ্তাহে ১০০টি মামলা দায়ের হয় আমরা সামলে নেব। এটা কি সম্ভব? আমরা চাইছি, বিচারপতি সংখ্যা ১০০-র বেশি করতে। ২০০ একর জমি পেলে সেখানে জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি হবে। আর ৪০ শতাংশ বিচারপতির আসন শূন্য পড়ে রয়েছে। আপনাদের অবস্থানে আমি খুবই হতাশ।''তবে মথুরাপুরের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে কোনও নির্দেশ দেবেন না বলেও জানিয়েছেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, ' জানেন, কী ভাবে কাজ করতে হয়। কোনও নির্দেশ দেব না। কমপক্ষে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করুন যেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মী থাকবেন না। কর্মীরা ভদ্রস্থ বেতন পাবেন।''

মহাশিবরাত্রিতে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃমহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পবিত্র এই দিনে সমস্ত দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমি সমস্ত দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানাই। এই ঐশ্বরিক উপলক্ষ সকলের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক ও বিকশিত ভারতের জন্য সংকল্পকে শক্তিশালী করুক। হর হর মহাদেব! বুধবার দেশজুড়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। সকাল থেকেই বিভিন্ন শৈবতীর্থে ভক্তদের ঢল নামে। চলে পূজার্চনা।

মহাকুম্ভে রেকর্ড, যোগী বললেন ৬৬ কোটি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন

প্রয়াগরাজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রেকর্ড গড়ল প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। বুধবার মহাকুম্ভ মেলার অন্তিম দিনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ৬৬ কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও বিজেপি সাংসদ রবি কিষান মানসরোবর মন্দির, মুক্তেশ্বর নাথ শিব মন্দির এবং মহাদেব ঝাড়খণ্ডি মন্দিরে প্রার্থনা করছেন।পরে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। রাজ্যের প্রতিটি শিবালয়ে ভক্তদের বিশাল সমাগম দেখা যাচ্ছে, মহাকুম্ভ আজ শেষ হচ্ছে, প্রায় ৬৬ কোটি ভক্ত ত্রিবেণীতে আস্থার ডুব দিয়েছেন এবং সমগ্র দেশকে একতার বার্তা দিয়েছেন।

লুধিয়ানা পশ্চিম উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা এএপি-র, লড়বেন সঞ্জীব অরোরা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লুধিয়ানা পশ্চিম বিধানসভা আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে এএপি-র পক্ষ থেকে বুধবার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জীব অরোরার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক্স মাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন এএপি-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ পাঠক।যদিও, লুধিয়ানা পশ্চিম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। উল্লেখ্য, সঞ্জীব অরোরা ২০২২ সাল থেকে রাজ্যসভার সাংসদ। গত ১০ জানুয়ারি প্রয়াত হন লুধিয়ানা পশ্চিম আসনের এএপি বিধায়ক গুরপ্রীত বস্সি গোগি। তাঁর প্রয়াণের পর থেকেই এই আসনটি খালি রয়েছে।

ইন্দোনশিয়ায় জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৬.১

জাকার্তা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। বুধবার সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। তবে তীব্র কম্পনের জেরে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যান বহু মানুষ। আমেরিকার ভূতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে উত্তর সুলাওয়েসির দ্বীপে এই ভূমিকম্পের

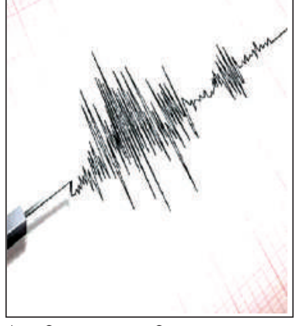

উপত্তিস্থল। যদিও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আদ্রা শহরে রেলের উচ্ছেদ অভিযান, ভেঙে ফেলা হল অনেক দোকান

আদ্রা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা শহরে চলছে রেলের উচ্ছেদ অভিযান। শহরের উত্তর দিকে রেলের জমিতে থাকা দোকানগুলিকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। অভিযোগ, দোকানদারদের নোটিস দেওয়া হলেও তারা দোকান সরায়নি। তাই মঙ্গলবার আরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে রেল আধিকারিকেরা শ্রমিকদের দিয়ে দোকানগুলি ভেঙে দেয়। ঝামেলায় এড়াতে ছিল রাজ্য পুলিশও।উল্লেখ্য, আদ্রা রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আদ্রাকে মডেল রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। সেই কারণেই রেলের জায়গায় থাকা বিভিন্ন দোকানপাট সরানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে এদিন রেল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে গেলে দোকানদারেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু রেল আধিকারিকেরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যান।

আজ শৈলেন মান্নার প্রয়াণদিবস

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ শৈলেন মান্না। ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুদিন।সুদীর্ঘ দুই দশক কলকাতা ময়দানে দাপটে ফুটবল খেলেছেন। মোহনবাগানেই খেলেছেন উনিশ বছর। ৪০-এর দশক থেকে ৬০-এর দশক পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব ও পরে কিছুদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে তার খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলা ফুটবল দলের এবং একসাথে ভারতের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। তার অধিনায়কত্বে ভারত ১৯৫১ সালের এশিয়াডে ফুটবলে স্বর্ণপদক পায়। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের কাছে ভারত ২-

১ গোলে হেরেছিল। ওই খেলায় তিনি একটি পেনাল্টি মিস করেন। ১৯৬০ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন।ফুটবল থেকে বিদায় নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ফুটবলারদের সেবায়। সেজন্য তিনি ছিলেন সবার কাছে মান্নাদা।তিনি পদ্মশ্রী,বঙ্গ বিভূষণ (২০১১), ভারতীয় ফুটবলরত্ন, মোহন বাগানরত্ন, ইত্যাদি নানা পুরস্কারে ভূষিত হন।

জম্মু ও কাশ্মীরে ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস, সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। জম্মু ও কাশ্মীরে উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত ও পাহাড়ে হতে পারে বৃষ্টি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি এলাকাতেই তুষারপাতের সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও দক্ষিণ কাশ্মীর ও চেনাব উপত্যকার কিছু উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী তুষারপাত হতে পারে, বিশেষ করে ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারিতে। কৃষকদের এই সময়ের মধ্যে কৃষিকাজ স্থগিত রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ভূমিধস ও পাথর গড়িয়ে আসার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৪ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২৭ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১১ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১১ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ১০ ফাল্গুন, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আবারও কিছু দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে। দার্জিলিঙে হতে পারে তুষারপাত।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তার পরের তিন দিনে তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিঙের কোথাও কোথাও তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

যাত্রীদের অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান মেট্রোয়

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ২৬.০২.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, অরেঞ্জ লাইন, গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২ এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ বা স্মার্ট কার্ড কেনার বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের ঘরে বসেই খুব সহজেই এটি করতে পারবেন।ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইন-২ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে (এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রও দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করার জন্য মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ করার মতো যে মেট্রো রেলওয়ের ডিজিটাল লেনদেন ইতিমধ্যেই তার মোট লেনদেনের ৩০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

টালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! ঘনাচ্ছে রহস্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক যুবকের। যদিও ওই যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনিভূত হচ্ছে। জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। কোনও কারণে তাঁরা রাস্তায় পড়ে যান। যার মধ্যে ওই বাইকের পিছনে থাকা যুবকটির মৃত্যু হয়। যদিও কীভাবে পড়ে গেলেন তাঁরা, সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে পারছেন না বাইকে থাকা বাকি দুই যুবক। এমনকী কোনও গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনাও ঘটেনি বলে দাবি পুলিশের। তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত যুবকটির বাড়ি ঠাকুরপুকুর এলাকায়। সে আলিপুর আদালতে মুহুরির কাজ করত। বুধবার ভোররাত দু'টোর সময়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছেই ঘটনাটি ঘটে।

জয়নগর থানায় একদিনের মোটর লাইসেন্সের মেলা হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৬ ফেবরুয়ারি ঃ জয়নগর থানায় হয়ে গেল এক দিনের মোটর লাইসেন্স মেলা।বারুইপুর মোটর ভিকেলসের উদ্যোগে বারুইপুর পুলিশ জেলার সাতটি সাব ট্রাফিক থানার সহায়তায় মঙ্গলবার জয়নগর থানায় মোটর লাইসেন্স মেলা হয়ে গেল। এদিন ওই মেলায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী, টি আই প্রদীপ পাল,টি আই রেফাজুল মন্ডল,টি আই সুজয় ঘোষ,জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল, জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার সহ আরো অনেকে। এদিন মূলত ক্যানিং, বাসন্তী, নরেন্দ্রপুর,সোনারপুর, বারুইপুর কাছাড়ি বাজার, বারুইপুর পুরাতন বাজার ও জয়নগর এই সাতটি সাব ট্রাফিকের অধীন সিভিক ভলেন্টিয়ার ও থানার সিভিকদের দু চাকা ও চার চাকার লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। তবে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ও লাইসেন্স না হওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু সিভিক ভলেন্টিয়ার। এমনকি জয়নগর থানার বহু সিভিক ভলেন্টিয়ার জানেন না এদিন এই লাইসেন্সের মেলা হচ্ছে এখানে। কেন এই মেলাটা চুপি চুপি করা হলো সেটা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। আগে থেকে কেন জানানো হলো না। কিভাবে আগে ভাগে নাম সিলেক্ট করা হলো তা ও বোঝা গেল না। যেখানে ট্রাফিক সাধারণ গাড়ি চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স চেক করেন সেখানে তাদের ভেতর এত লাইসেন্স বিহীন চালক থাকে কি করে সেই প্রশ্নটাই ঘুরছে সাধারণ মানুষের মনে।

হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া উচিত মমতারঃ সৌমিত্র খাঁ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভ সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বুধবার মমতাকে তিরস্কার করে সৌমিত্র বলেছেন, হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া উচিত মমতার। সম্প্রতি মহাকুম্ভে 'মৃত্যু কুম্ভ' বলে মন্তব্য করেন মমতা। এই মন্তব্যের সমালোচনা করে সৌমিত্র বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া। তিনি যেভাবে ১০০ কোটি হিন্দুদের অপমান করছেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, তাঁর হিন্দুত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশি মৌলভীদের মতো আচরণ করছেন, কেউ তাঁকে বাধা দিচ্ছে না তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা উচিত।

হাওড়ার আমতায় দুটি দোকানে বিধ্বংসী আগুন! ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার অমতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দু'টি দোকান। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রচুর বৈদ্যুতিক সামগ্রী। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আমতা-বাগনান রোডে উদং মোড়ে। রাত ১০টা নাগাদ উদং মোড়ে একটি বন্ধ থাকা বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তার কিছুক্ষণ পরেই ওই দোকানে আগুন ধরে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই আগুন বিধ্বংসী আকার নেয়। এমনকী পাশে থাকা আরও একটি দোকানে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও আমতা থানার পুলিশ। দমকলের দু'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও ততক্ষণে দু'টি দোকানের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দমকল আধিকারিকদের বক্তব্য দোকানের ভিতরে একটা গ্যাসের সিলিন্ডার ছিল। যদিও সেটি ফাটেনি। কী কারণে আগুন লেগেছে খতিয়ে দেখছে দমকল।

চা পর্যটনের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার জমির অব্যবহৃত তিরিশ শতাংশ জমি লিজ দেবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্মসংস্থান,বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ বাগিচা শ্রমিকদের সব স্বার্থ বজায় রেখে মান্য কার্যবিধি মেনে শর্ত পূরন করে এবং বাগান চালু রেখে যে সব মালিক কাজ করবে চা পর্যটনের উন্নয়ন সব দিক বিচার করে রাজ্য সরকার তাদের জমির অব্যবহৃত তিরিশ শতাংশ জমি লিজ চুক্তিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকের পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন পর্যটনের উন্নয়নে চা বাগানের জমির অব্যবহৃত অংশের পনেরো শতাংশ বানিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা সংক্রান্ত নীতি আগেই গৃহীত হয়েছে। তবে জমি হাতে পাওয়ার পরে যদি কোন বাগান মালিক বাগিচা শ্রমিকদের কথা না ভেবে বাগান বন্ধ করে দেন তবে রাজ্য সরকার সেই জমিও ফিরিয়ে নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিরিশ শতাংশ জমি দেওয়া নিয়ে বিরোধীরা বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। উত্তরবঙ্গের ৬টি চা বাগানকে তিন বছরের জন্যে বেসরকারি সংস্থাকে লিজ চুক্তিতে দেওয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবও আজকের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। ভূমিহীন বাগিচা শ্রমিকদের জমি দেওয়ার জন্যে ২৬ হাজার পাট্টা তৈরি আছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। আদিবাসীদের জমি রাজ্য সরকার কোনভাবেই মালিকানা ভিত্তিতে দেবে না বলেও তিনি জানান।

নারকেলের দাম বেশী হওয়ায় এবার এক ব্যবসায়ীর উপর হামলা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার নারকেলের দাম নিয়ে বচসার জেরে আচমকাই এক ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার সামনেই কামালগাজি বাজারে । কামালগাজি বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ।আর এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের ।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি ও তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে নরে ন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় ব্যবসায়ী গোলাম হোসেন হালদার । কামালগাজি বাজারে তার একটি ফলের দোকান আছে । তিনি দোকানেই ছিলেন । এক ব্যক্তি এসে তার কাছে নারকেল সহ আরও কয়েকটি ফলের দাম জানতে চান । তারপর তিনি দাম কমাতে বলেন । ব্যবসায়ী বলেন যে তিনি দাম কমাতে পারবেন না । তারপরেই তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । তিনি ছাড়াও তার সাথে থাকা আরও দুজন হামলা চালায় । লাথি, ঘুষি মারার পাশাপাশি ইট দিয়েও মারা হয় । ঘটনায় মুখে ও নাকে চোট পেয়েছেন ব্যবসায়ী । তাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন আরও কয়েকজন। নরেন্দ্রপুর থানার সামানেই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আর এই ঘটনায় মুরউদ্দিন তাজ সহ তাঁর দুই ছেলে হাসানউদ্দিন তাজ ও আরসালান তাজকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে ।

চন্দননগরের সুতন্দ্রার মায়ের সন্দেহ নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় কেউ আছে

বনস্পতি দে, চঃদননগর,২৬ পেব্রুয়ারি ঃ মৃত তরুণীর মায়ের দাবি, জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনা ঘটল। কোনও পুলিশ ছিল না? মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? মৃতার মা এও বলেছেন, এই ঘটনা কোনও সাধারণ মানুষ করার সাহস পেতেন না। পুলিশ আগেই বলেছে ' হয়নি। সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িই ফলো করছিল যুবকদের গাড়িকে' তবে তা মানতে নারাজ সুতন্দ্রার পরিবার। সুতন্দ্রার মায়ের সংদেহ নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় কেউ আছে। শুধু তাই নয়, একটি সূত্রও বলে দিলেন তিনি। মৃতার মায়ের অনুমান, এই ঘটনা ঘটিয়েছে স্থানীয় লোকজনই। কারণ, বাইরে থেকে এসে কারও সাহস হবে না এই কাজ করার। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার মৃতার চন্দননগরের বাড়িতে গিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা। কথা বলেন সুতন্দ্রার মায়ের সঙ্গে। সেখান থেকেই সুতন্দ্রার মা

তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে মদ খেতে খেতে যাবে?এটা কী? কোথায় বাস করছি আমরা? আমার মেয়ে তো ফিরে আসবে না। কিন্তু আরও মেয়েরা রয়েছে। তাদেরও তো বাইরে কাজ করতে হচ্ছে। কেউ তো ঘরে বসে থাকবে না। মেয়ে মানেই এখন হয়ে গেছে ভোগ্য বস্তু। তনুশ্রীদেবীর সন্দেহ এই ঘটনার পিছনে নিশ্চয় কোনও ' আছে। সাধারণ কেউ কি এই ধরনের কাজ করতে সাহস পাবে? তিনি বলেন, সাধারণ পাবলিক এই কাজ করবে না। পিছনের ব্যাক-গ্রাউন্ড নিশ্চয়ই শক্ত তাই এই কাজটা করতে পেরেছে। কোনও বেএলাকার লোক এসে এই কাজ করবে না। লোকাল লোকেই করেছেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, চন্দননগরের লোক গিয়ে নিশ্চয়ই কলকাতায় এই ঘটনা ঘটাবে না। এলাকারই কেউ করেছেন। এরপরই তিনি বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব একদম স্বচ্ছ বিচার দিন। কন্যাশ্রী,লক্ষ্মীশ্রী, যুবশ্রী, ঢ্যাঁকশ্রী আমাদের কিছুই দরকার নেই। আমরা চাই শুধু মেয়েদের নিরাপত্তা।

পিসি শাশুড়ির হত্যাকাণ্ডে বারবার বয়ান বদল ধৃতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আহিরিটোলা ঘাটে ট্রলিবন্দি মহিলার দেহ ভাসাতে

গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে দুই মহিলা। প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে, মধ্যমগ্রামের বীরেশ পল্লির বাড়িতে পিসি শাশুড়িকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুনের পর দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছিল মা-মেয়ে। সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ধরা পড়েছে তারা। কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীদের জেরায় বারবার বয়ান বদল করছে ধৃত ফাল্গুনী ঘোষ। তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এই কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। এসব প্রশ্নের জবাবে একেক সময় একেকরকম কথা বলছে ফাল্গুনী। তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। জানা যাচ্ছে, পিসি শাশুড়ির সঙ্গে সম্পত্তি আর গয়না নিয়ে বিবাদের জেরেই সম্ভবত খুন হতে হয়েছে বছর পঞ্চান্নর সুমিতা ঘোষকে। গত মঙ্গলবার সকালের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ প্রাথমিকভাবে ২ মহিলাকে আটক করে জেরা শুরু করলেও আপাতত মধ্যমগ্রাম থানা এই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে। খুনের ঘটনা ঘটেছে সেখানেই। জানা যাচ্ছে, মৃতা সুমিতাদেবী পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাটের বাসিন্দা। তবে থাকতেন শিয়ালদহে বোনের বাড়িতে। কয়েকদিন আগে দুপুরে মধ্যমগ্রামে ফাল্গুনী ও তার মা আরতির বাড়িতে আসেন তিনি। জানা যাচ্ছে, সম্পত্তি, গয়নাগাটি নিয়ে দুপক্ষের গোলমাল ছিল। ফাল্গুনীর স্বামী থাকেন অসমে, সেখানে কাজ করেন তিনি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ফাল্গুনীর সম্পর্ক ভালো নয়। অসমে তাঁদের সম্পত্তি আছে। এছাড়া সুমিতাদেবীর কিছু গয়না সম্ভবত ফাল্গুনীর ব্যাঙ্কের লকারে রাখা। অভিযোগ, তা নিয়ে উভয়ের বাকবিতণ্ডার মাঝে ইট দিয়ে সুমিতাকে মারে ফাল্গুনী। তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর দেহ লোপাটের উপায় খুঁজতে থাকে ফাল্গুনী ও তার মা আরতি। দেহটি বড় ট্রলিতে ঢোকানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু মৃতার দুটি পা ধরছিল না ট্রলিতে। তাই তা বঁটি, কাটারি দিয়ে পা কেটে তবেই ঢোকানো হয়। ফাল্গুনী মাঝে দাবি করে, খুন দুদিন আগেই হয়েছে। মৃতদেহের পচা গন্ধ ঢাকতে রাসায়নিক স্প্রে করে রাখা হয়েছিল। শেষে দেহ লোপাটের জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল ফাল্গুনী। এমনকী তার কাছে আগেরদিনের মধ্যমগ্রাম থেকে পার্কসার্কাসের একটি রেল টিকিট মিলেছে। মনে করা হচ্ছে, রেকি করতে গিয়েছিল সে। তারপর ফের পরিকল্পনা বদলে ট্রেনে করে ট্রলি মধ্যমগ্রাম থেকে শিয়ালদহে নিয়ে এসে গঙ্গায় ফেলার চেষ্টা করে তারা। যে গাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা পালিয়েছিল, সেই গাড়িটি ট্রেস করা গিয়েছে। সেই গাড়িটি দমদমের বলে জানা গিয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজের 'ফেস্ট দু'কোটি টাকা অনুদান, মামলা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের আদালতের প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বাসরিক উৎসব (ফেস্ট) করার জন্য দু'কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতি চান এক আইনজীবী। মামলার অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যাযের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। সোমবারই রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বাসরিক উসব করার জন্য দু'কোটি টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই এই বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। জুনিয়র ডাক্তারেরা একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই অনুদান থেকে নতুন করে ' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগেও অবশ্য মেডিক্যাল কলেজে ' হত। এবার ক্লাবে খয়রাতি দেওয়ার মতো ডাক্তারি কলেজগুলোতেও অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় সুর চড়াতে শুরু করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। এ বার সেই নিয়েই হাই কোর্টে মামলা। আদালতে আইনজীবীর বক্তব্য, যেখানে কলেজে ছাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত মামলাই আদালতে বিচারাধীন, কোনও কলেজেই নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি বা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই সেখানে সরকারের এই অনুদানের টাকা কী ভাবে খরচ হবে? ওই টাকার অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করেন আইনজীবী। তাঁর কথায়, সরকারি হাসপাতালে রোগীরা যেখানে উপযুক্ত পরিষেবা পাচ্ছেন না, সেখানে 'ফেস্ট' নামে দু'কোটি টাকা বরাদ্দ রাজ্য সরকারের। এর পেছনে যুক্তি কী? কলকাতা হাইকোর্টে মামলার জন্য আবেদন জমা পড়লে প্রধান বিচারপতি জানান, ছাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে এই বিষযটিও জুড়ে দেওয়া হবে।

লোনের টাকা দিতে দেরি হওয়ায় এক বৃদ্ধাকে অপহরণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লোনের মাসিক কিস্তির টাকা দিতে না পারায় বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো একটি ফাইনান্স কোম্পানির বিরুদ্ধে । দীর্ঘক্ষণ তাকে আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ । মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । আর এই ঘটনায় ঐ ফাইনান্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । বৃদ্ধার ছেলে দেবাশিস বিশ্বাস বুধবার বলেন, এক মাস লোনের কিস্তির টাকা মেটাতে দেরী হওয়ায় তাকে নানারকম হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছিল । পাশাপাশি কয়েকজন বাইকে করে এসে তাঁর মাকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । আর ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। একলক্ষ টাকা তাঁরা মাস পাঁচেক আগে লোন নিয়েছিল । তারই এক মাসের কিস্তির টাকা বাকি ছিল । এর আগে এই সংস্থা থেকে দুবার লোন নিয়েছিল তাঁরা । প্রথমবার ৩০ হাজার টাকা ও পরের বার ৫০ হাজার টাকা নেয় তাঁরা । দুবারই লোন পরিশোধ করে দেয় । ফের তাদের ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার জন্য বারবার ফোন করা হয়েছিল। তাদের প্রয়োজন থাকায় ১ লক্ষ টাকা তাঁরা লোন দেয় । নিয়মিত কিস্তিও মেটাচ্ছিল তাঁরা । ফেব্রুয়ারি মাসের কিস্তির টাকা এখনও পর্যন্ত দিতে পারেনি তাঁরা । মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তির টাকা তাঁরা পরিশোধ করবেন এই লিখিত আশ্বাসে তাদের ছাড়া হয় । তবে এই ঘটনায় গড়িয়ায় ঐ ফাইনান্স কোম্পানীর অফিসে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কিছু বলতে চায়নি । তবে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

সাভারকরকে শ্রদ্ধা সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দামোদর সাভারকরকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু লিখেছেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকরের পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি ছিলেন মা ভারতীর একজন সাহসী পুত্র, একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, একজন শক্তিশালী বক্তা এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারক।

ক্যানিংয়ে ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৪ জন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত উত্তর অঙ্গদবেড়িয়ার কয়াল পাড়ায়। ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণ হলে অগ্নিদগ্ধ হন ৪ জন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করেছে স্থানীয় হাসপাতাল। বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল যে আশেপাশের একাধিক বাড়িও অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার সকালে উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা পলাশ কয়াল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিজেদের বাড়িতে ধান সেদ্ধ করার কাজ করছিলেন, তখনই এই ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বয়লারের গরম জল ছিটকে এসে

পড়ে তাঁদের শরীরে, চোখে ও মুখে। তাতেই গুরুতর জখম হন ঘটনাস্থলে থাকা চারজন। জখমদের মধ্যে দুই মহিলাও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, জখমদের মধ্যে পল্লবী কয়াল নামে এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনাটি ঘটার পর স্থানীয়রাই জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। যদিও পল্লবী কয়ালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় থাকা ভরত কয়াল জানান, ধান সেদ্ধ করার মেশিনে পরিবারের পাঁচজন কাজ করছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ করেই মেশিন ফেটে যায়। এই ঘটনার পর গুরুতর জখম হয়. চারজন। অনুমান, ওই মেশিনে অতিরিক্ত গরম জল ছিল সেই কারণেই ফেটে যায় সেটি।

হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলো সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর শ্লীলতাহানির চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবার ডায়মন্ড হারবারে। সিসিইউতে ভর্তি থাকা অবস্থায় এক রোগীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। ঘটনাটি ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতালের এক সাফাই কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত সাফাই কর্মীর নাম বিনোদ পন্ডিত। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।জানা যায়, গত শনিবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবারের নেতরা গ্রামের এক বাসিন্দা তাঁর অসুস্থ মেয়েকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। অভিযোগ, সেখানেই হাসপাতালে ওই সাফাই কর্মী তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। সোমবার

পরিবারের লোকজন হাসপাতালে গেলে মেয়েটি বিস্তারিত ঘটনা তাঁর মাকে জানায়। এর পরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয় মেয়েটির পরিবারের তরফে। পাশাপাশি রোগীর পরিবারের তরফে ডায়মন্ডহারবার থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানানো হয়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের ওই চুক্তি ভিত্তিক সাফাই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার মেয়েটির বাবা বলেন,শনিবার সন্ধ্যায় ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে ওকে সিসিইউতে দিয়েছিল। আমরা যখন সোমবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তখন মেয়ে জানাচ্ছে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি আমরা হাসপাতালকে জানানোর পাশাপাশি থানাতেও জানাই।আমরা ওই সাফাই কর্মীর উপযুক্ত শাস্তি চাই।

শিবরাত্রি উপলক্ষে বালির কল্যাণেশ্বর মন্দিরে অগণিত ভক্তের সমাগম

সুমন আদক, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবরাত্রি উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকে বালির কল্যাণেশ্বর মন্দিরে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। পুজো দেন বেলু। মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ সহ মঠের সন্ন্যাসীরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টরাও। প্রতি বছরের ন্যায় মহাশিবরাত্রিতে বালির কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে পূজা করলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজরা। প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাস বহনকারী বালির এই কল্যাণেশ্বর বাবার মন্দির বালির কল্যাণেশ্বরতলায়। কথিত আছে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে এই কল্যাণেশ্বর শিবলিঙ্গ জ্যান্ত শিবেরই এক প্রতীক। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সেই রীতি মেনে চলেছেন। এদিন বুধবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজরা এবং মঠের বহু সন্ন্যাসী শিবরাত্রিতে শিবের আরাধনা করেন এখানে। এদিন এই কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে পূজো দেন বেলু। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। পাশাপাশি, এদিন বালির কল্যাণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শ্যামল মিত্র, প্রবীর রায়চৌধুরী, পল্টু বণিক সহ অন্যান্যরা। এদিন বালির কল্যাণেশ্বর মন্দিরে আগত জনৈকা ভক্ত পৃথা ঘোষাল বলেন, 'ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির ব্রত করলে পুণ্য লাভ হয়। সেই কারণেই সবাই এই ব্রত পালন করেন। বেলু। মঠের সকল মহারাজ এখানে আসেন। এখানে রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এসেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত রাখাল মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, সকলেই নৌকা করে এখানে এসেছিলেন। আজ এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।' বালির প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'প্রায় কয়েকশো বছর পূর্বে এখানে গভীর বন ছিল। এখানে একটি শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। পরে সেখানকার মানুষ সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে এসে পুজো করেছিলেন। ১২৪৩ সালে এখানে বড় ঝড় হয়েছিল। সেই সময় এখানে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে এই মন্দির নতুন করে প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন। ১৯১৫ সালে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বর থেকে কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে পুজো দিয়েছিলেন।' এদিন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'বালির কল্যাণেশ্বর মন্দিরে আমি শুধু শিবরাত্রির দিনই নয়, প্রতি বছরই আসি। ঠাকুরের কাছে জানালাম সকলকেই ভালো রাখুন, সকলেই ভালো থাকুন। সমস্ত বিশ্ব সংসার ভালো থাকুক। সকলের মঙ্গল কামনা করলাম। এই মন্দিরে ঠাকুর নিজে বসে থাকতেন। ঠাকুর নিজে বলেছিলেন জীবন্ত শিব। প্রতি বছর এখানে আসার সুযোগ পাই এটা আমার সৌভাগ্য। তাঁকে প্রণাম করে গেলাম।' এদিন বেলু। মঠের এক প্রবীণ মহারাজ বলেন, 'শুধুমাত্র সন্যাসীরাই নয়, মহাদেব ভারতের ত্যাগের প্রতীক। আমাদের দেশ ধর্মকে ধরে জীবনযাপনে বিশ্বাসী। এইরকম বিভিন্ন পার্বনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভজনা করে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগের অবতার। তা তিনি দেখিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। আমাদের কাছে এই মন্দির মহাতীর্থ। সেইকারনে আমরা এখানে জল দিতে এসেছি।'

জেল থেকে বেড়িয়ে আবার চুরির ঘটনায় পুলিশ হেফাজতে চোর

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার সাফল্যের ধারাকে বজায় রেখে এবার নরে ঃদ্রপুর থানা এলাকার নতুন দিয়াড়ায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে এক চোরকে গ্রেফতার করলো নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । ধৃতের নাম সুলভ কুমার শুক্লা । এর আগেও একাধিকবার চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিলো অভিযুক্ত। মঙ্গলবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে গত সপ্তাহেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল অভিযুক্ত । ফের একটি বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি করে সে। সোনার গয়না, নগদ টাকা সহ আরও মুল্যবান জিনিস চুরি করার অভিযোগ দায়ের হয় নরেন্দ্রপুর থানায় । অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ । তদন্তে নেমে মালিপাড়া এলাকা খেকে অভিযুক্ত সুলভ কুমার শুক্লাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয় । এই ঘটনায় অভিযুক্তের ২৮ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । ধৃত এলাকার আরও অনেক চুরি ও ছিনতাইয়ের সাথে যুক্ত বলে মনে করছে পুলিশ ।ধৃতকে তাই জিজ্ঞাসাবাদ করে এইসব চুরির কিনারা হতে পারে । এছাড়া সম্প্রতি চুরির ঘটনায় ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হবে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে । নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির যাওয়া মালপত্র উদ্ধার করতে চায় পুলিশ ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮৮ সংখ্যা, বৃহস্পতি ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩১

বঙ্গপ্রেমিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লিখেছেন মাত্র দুটো উপন্যাস, স্বেচ্ছায় সাহিত্য চর্চার জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার বহুধাবিস্তৃত কিন্তু অনালোকিত জগতে, শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছে বাংলা ও বাঙালির। পাশের দেশ নেপালের রাজদরবার থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছিলেন হারিয়ে যাওয়া 'চর্যাপদ'। বাংলার প্রাচীন ভাষা চিনিয়েছেন বাঙালি জাতিকে। অজস্র দুষ্প্রাপ্য পুঁথির খোঁজ ও আবিষ্কারের জন্য বাঙালি চিরঋণী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর মশাই বছর তেরোর হরপ্রসাদকে সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন। শুরু হল আর এক লড়াই। মাস কয়েক বিদ্যাসাগরের বাড়ি ছাত্রাবাসে থাকলেন। তার পর বাড়ি ফিরে, নিজে রান্না করে খেয়ে কলেজ করতেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ, স্নাতক হয়েছেন সংস্কৃতে, এমএ পাশ করে হলেন 'শাস্ত্রী'। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ১৮৭৭ সাল। ব্রিটিশ সরকারও হরপ্রসাদের পরামর্শেই ঠিক করত, কাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেওয়া হবে। নিশ্চিত ভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব যিনি টোলেও পড়েও, হয় বড় উঠতে উঠতে উনিশ শতকের নবজাগরিত স্বদেশ ইংরেজি তথা আধুনিক ও বিজ্ঞানস্পৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার নির্যাসও টেনে নিয়েছে নিজের মধ্যে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা আলোচনা হলে প্রাসঙ্গিক ভাবে চলে আসেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারমাইকেল প্রফেসর অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার এর প্রথম অধ্যাপক ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত মানুষ অন্যদিকে ভারততত্ত্বের গবেষক। অধ্যাপক পদে ব্রতী হওয়ার কয়েক মাস পরে তার আচমকা প্রয়াণ। অধিকাংশ নিশ্চিত অনুমান ওই পদে যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হবেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি নেই। কিন্তু সবাইকে অবাক করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত করলেন দিবাকর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরকে। এমন বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে সবাই হতবাক। কারণ হিসেবে অনেকেই অনেক কিছু অনুমান করলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের এই প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে যিনি বাধা দিবেন তা ভিন্নরূপ গড়ন দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও যাঁহার সঙ্গে মতের গরমিল হইবে এমন লোককে এই বিজ্ঞজনমণ্ডলীতে আনা আশুবাবু নিরাপদ মনে করেন না। অবশ্য দীনেশচন্দ্র ,আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে যতই যুক্তিজাল বিস্তার করুন কলকাতার শিক্ষিত সমাজ আশুতোষের ওই সিদ্ধান্ত ভাল ভাবে নেয়নি। সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হয়নি সেই সময়ের এলিট পত্রিকা 'প্রবাসী'। পত্রিকার পৌষ ১৩২৭ সংখ্যার নিবন্ধে লেখা হল। একটি কাজ ছিল -সেটি লেখাপড়ার কাজ, বিদ্যার কাজ,যাহাতে বাঙালি নিজের প্রদেশে এবং সমুদয় উত্তর ভারতে ও মধ্য প্রদেশে অগ্রণী ছিল,তাহা শিক্ষকতা ও অধ্যাপকতা। ইংরেজ অধ্যাপকদের আমদানী আগে হইতেই চলিত যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার রাজনৈতিক কারণ ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশ হইতে অধ্যাপকদের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র।

এলোপ্যাথ ছেড়ে হোমিওপ্যাথ

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চম বর্ষের ক্লাস নিচ্ছিলেন ডাক্তার আর্চার। তাঁর একটা প্রশ্নের উত্তর কেউ পারছে না। ক্লাসের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন এক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দরজার পাশ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন তিনি। বিস্মিত আর্চার আবিষ্কার করলেন উঁচু ক্লাসের যা কেউ জানে না সেই জিনিসই জানে সেই ছাত্রটি। আগুনের মতো নাম ছড়িয়ে পড়ল তাঁর। একাধিক বৃত্তি, মেডেল নিয়ে ১৮৬৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি হিসেবে পাশ করলেন তিনি। প্রথম চিকিৎসাজীবনে মনে করতেন, হোমিওপ্যাথি হল বুজরুকি। কিন্তু, ১৯০২-তে 'ফিলজফি অফ হোমিওপ্যাথি' নামের একটি বই পড়ার পর আমূল বদলে যায় তাঁর চিন্তা। শুরু করলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। এরপরে রাজেন্দ্রলাল দত্তের সাহায্যে শুরু করলেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভাতেও প্রকাশ্যে হোমিওপ্যাথির সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট তাঁর এই পরিবর্তন ভালো চোখে মেনে নিল না। তিনি ইস্তফা দিলেন পদ থেকে। ততদিনে, হানিম্যানের তত্ত্বে তিনি খুঁজে পেয়েছেন হিপোক্রিটাসের চিকিৎসানীতির সার। হানিম্যানের তত্ত্বের নানা সূত্র তিনি ধরতে পারছেন, কিন্তু সেই চিকিৎসা-পদ্ধতির সত্য তাঁকে আকর্ষণ করছে। সেই আকর্ষণকেই আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন একরোখা মানুষটি। ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান সত্যতও বেশ অনগ্রসর। গবেষণার জন্য তেমন বিশেষ নেই বললেই চলে। উন্নত বিশ্বে গবেষণার জন্য, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের জন্য তো রয়েছে অনেক বড় বড় নামকরা খ্যাত-বিখ্যাত অসংখ্য সংগঠন, গবেষণাগার। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের কোনো খ্যাত-অখ্যাত প্রতিষ্ঠানই নেই কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে। নেই কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নেই বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন ভালো কোনো ব্যবস্থা। আর এই যে নেই এর অভাব তা বোধ করি সব থেকে বেশি অনুভব করেছিলেন একজন বাঙালি চিকিৎসাবিদ। মহেন্দ্রলাল সরকার নাম তার। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন একটি বিজ্ঞান সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য। উদ্দেশ্য একটাই এই সংগঠনের মাধ্যমে একদল ভারতীয় বিজ্ঞানীর সৃষ্টি হবে। তৈরি হবে বড় বড় সব নামকরা গবেষক। এখানে তারা নানান প্রকার গবেষণা করবেন, আবিষ্কার করবেন। সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের মাধ্যমে লড়াই করবেন। ভারতীয়দের অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং গবেষণাসহ একটি স্বায়ত্তশাসিত সমিতি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করলেন সাদা চামড়াওয়ালা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

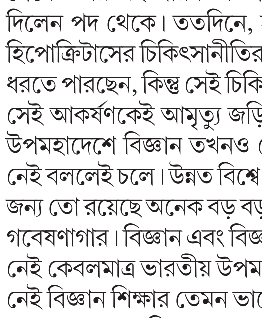

নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন সব সময়ে দেশমাতার হয়ে কাজ করো। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একাকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনো সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

ঠাকুর বলতেন, সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। যা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির উপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির উপর। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি

মহাভারতে'র মতো মহাকাব্যের অনুবাদ করে প্রচার এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে ব্যঙ্গ প্রতিবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ

বিশেষ প্রতিবেদক

যদিও অতীত থেকে সাধারণভাবে বিষ্ণুর ভক্ত বা উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বর্তমানযুগে পৌঁছে বৈষ্ণব শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, এখন কৃষ্ণবাসুদেবরূপী বিষ্ণুর উপাসকেরাও বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়ে থাকেন। এখানে এই কথাটা বলবার কারণ হল যে, প্রাচীন ভারতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের উপাসনার গতিপথ লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, একটাসময় পর্যন্ত এঁরা দু'জন কিন্তু এক ছিলেন না। কিন্তু এবিষয়ে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বাইরে বলে এখানে এটা নিয়ে এর অতিরিক্ত কোন তথ্য দেওয়ার দরকার নেই। সবথেকে করেছিল। অতীতে সাধারণভাবে ভাগবতধর্ম বলতে ব্যাপকতরভাবে বৈষ্ণবধর্মকে বোঝানো হলেও, সংকীর্ণভাবে এই শব্দটির দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখাকে বোঝানো হত। তখন বিষ্ণুর উপাসকরা বৈষ্ণব হলেও, কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসকেরা কিন্তু ভাগবত নামে অভিহিত হতেন। এরপরে পাঞ্চরাত্র নামের আরেকটি এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ভারতের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। এই পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবই হলেন পরমদেবতা। এছাড়া ঐতিহাসিকদের মতে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে আরেক ধরণের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁরা ইতিহাসে আলোয়ার সম্প্রদায় নামে

আশ্চর্যের বিষয় হল যে, ভারতে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস যে ঠিক কত প্রাচীন;সেটা এখনও পর্যন্ত কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। তবে ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত তথ্যানুসারে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রথমে বিষ্ণু ও পরে বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতজনের অন্তরের অন্তরতম দেবতারূপে পূজিত হয়ে আসছেন। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ হল চতুর্বেদ। এই চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের বহু জায়গায় বিষ্ণু নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর উপনিষদ গ্রন্থগুলির মধ্যে কঠোপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে বিষ্ণু ভক্ত হৃদয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন বলে দেখা যায়। গবেষকদের মতে উপনিষদোত্তর যুগের ভারতেই বিষ্ণু ও বাসুদেবকে কেন্দ্র করে ভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, এবং আরও পরবর্তীকালে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার সাথে বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হয়ে ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণবধর্মের আকারে বিশেষভাবে ব্যপ্তিলাভ পরিচিত। আলোয়ার শব্দের অর্থ হল, যিনি ঈশ্বরের প্রেমে পাগল। এই আলোয়ারেরা প্রেমের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণের আরাধনা করতেন। এখনও পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে যে বারোজন আলোয়ার সাধকের ঐতিহাসিক পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অণ্ডাল বা গোদা একজন মহিলা ছিলেন। অতীতের কোন একসময়ে তাঁর রচিত 'তিরুপ পাবৈ' গানটি গেয়ে ব্রজভূমির ব্রজকন্যারা কৃষ্ণের ঘুম ভাঙাতেন। এই আলোয়ারেরা স্বকীয়া ও পরকীয়া;দু'প্রকার নায়িকার ভাবেই কৃষ্ণভজন করতেন বলে জানা যায়। গবেষকদের মতে, মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে প্রাচীন কালের দক্ষিণ ভারতের এই আলোয়ার ভক্তিসাধনার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কথিত রয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণ -কর্ণামৃত' নামের দুটি গ্রন্থ নিজের সঙ্গে করে বাংলায় নিয়ে এসে ছিলেন। অনেকের অভিমত হল যে, এই গ্রন্থদুটি থেকে তিনি ভক্তি ভাবের অনেক উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। তবে উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে এবিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। এঁরা ছাড়া প্রাচীন ভারতের ভক্তি পথানুসারী যেসব দার্শনিকরা ভক্তিতত্ত্বকে দার্শনিক তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া অন্যান্য সব পদার্থকে মিথ্যা ও ইন্দ্রজালবৎ বলে প্রমাণ করে ছিলেন। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের দ্বৈতবাদী ভক্ত দার্শনিকরা নিজেদের অচলা ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। সেযুগের এই দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবরা আবার চারটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন; যথা ঃ

(১) রামানুজ প্রভাবান্বিত শ্রীসম্প্রদায় বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,

(২) মধ্ব প্রভাবান্বিত ব্রহ্ম সম্প্রদায় বা দ্বৈতবাদ,

(৩) বল্লভাচার্য প্রভাবান্বিত রুদ্র সম্প্রদায় বা শুদ্ধাদ্বৈৎবাদ, এবং

(৪) নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনক সম্প্রদায় বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে- শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা-বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। এই পুরাণগুলিতে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে ভক্তিধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরাই সেটাকে একটা নির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এঁরা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

এবারে এখানে পূর্বোক্ত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) রামানুজ প্রভাবান্বিত শ্রীসম্প্রদায়;ঐতিহাসিকদের মতে, এঁরা আসলে আলোয়ার সম্প্রদায়েরই একটা সংশোধিত রূপ ছিলেন। কিন্তু আলোয়ারেরা যেখানে শুধুমাত্র বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, সেখানে শ্রীসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভক্তরা শ্রী বা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উপাসক ছিলেন। এই শ্রীসম্প্রদায়ই ভারতের মাটিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য ছিলেন নাথমুনি (৮২৪-৯২৪ খৃষ্টাব্দ)। এরপরে এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক আচার্যদের মধ্যে রামানুজই (আনুমানিক একাদশ শতাব্দী) এই মতবাদকে একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা এখনও পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেসব থেকে জানা যায় যে, বর্তমান মাদ্রাজের চেঙ্গলাট পরগণার পেয়ামভুদরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁর পিতার নাম ছিল কেশব এবং মায়ের নাম ছিল কান্তিমতী দেবী। ইনিই এখনও পর্যন্ত শ্রীসম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। শঙ্করাচার্য শুধুমাত্র ব্রহ্মকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল যে, এই বিশ্ব চরাচরে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন সৎবস্তু আর নেই। তাঁর কাছে জগৎ বোধ রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত ছিল। কিন্তু রামানুজের মত ছিল যে, ব্রহ্ম একমাত্র সৎ বস্তু হলেও তিনি নির্গুণ নন। বরং গুণ দ্বারা তাঁকে বিশিষ্ট করা সম্ভব। জীব ও জগত যেমন ব্রহ্ম থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি আবার জীব ও জগৎমাত্রেই ব্রহ্ম নয়। অগ্নি আর অগ্নির উত্তাপ, সূর্য ও সূর্যকিরণের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সেই একই সম্পর্কই বিদ্যমান রয়েছে। এর উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, সূর্যের কিরণ যেমন সূর্য নয়, তেমনি সেটা আবার সূর্য থেকে পৃথকও নয়, বস্তুতঃ সূর্যের কিরণ হচ্ছে সূর্যের শক্তি বা গুণ। একইরকমভাবে জীবমাত্রেই ব্রহ্ম নয়, আবার ব্রহ্ম থেকে পৃথকও নয়; বরং জীব জগতকে ব্রহ্মের গুণ বলা যেতে পারে। রামানুজ গোলাপফুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর ভক্তিধর্ম বা দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছিলেন যে;গোলাপের সৌন্দর্য, গোলাপের গন্ধ, গোলাপের পাপড়ি, কোনটাই বিচ্ছিন্নভাবে যেমন গোলাপ ফুল নয়, বরং এগুলোর সবকিছু মিলেই গোলাপফুল, ঠিক তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণের সঙ্গেই একান্ত ভাবে যুক্ত। রামানুজ ব্রহ্মকে করুণাময় ভক্তিবৎসল বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে শেষ যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি ১২০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে শ্রীসম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

(২) নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনকসম্প্রদায়;এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক দক্ষিণ ভারতের এক তেলুগু ব্রাহ্মণবংশে খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের দিক থেকে তাঁর মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে। তিনি ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মত ছিল যে, রাধা হলেন বিষ্ণুর নিত্য-সহচরী। তিনি বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলে বিবেচনা করেছিলেন, এবং জানিয়েছিলেন যে, জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অংশ অংশীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তিনি রামানুজের সূর্য ও কিরণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন না। নিম্বার্কের মত ছিল যে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যেকার সম্পর্ক হল একটি সুবর্ণপিণ্ড ও সেটা থেকে নির্মিত অলঙ্কারের মত। এই অলঙ্কার সুবর্ণ থেকে যেমন পৃথক, তেমনি আবার একও বটে। ভেদের মধ্যেও যেমন অভেদ থাকে, ঠিক তেমনি জীব জগতেও ব্রহ্মের অতিরিক্ত পৃথক সত্তা রয়েছে। আবার জীবজগতের মূল কারণ যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সেহেতু জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত এবং অদ্বৈত;এই দুই-ই। একারণেই তাঁর মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদতত্ত্ব নামে ইতিহাসে পরিচিত।

(৩) মধ্বাচার্য প্রভাবিত ব্রহ্ম সম্প্রদায়;খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতে মধ্বাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভক্তিদর্শনের যে তৃতীয় মতটি প্রচার করেছিলেন, ইতিহাসে সেটা দ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। এই মতানুসারে জীবজগৎ ও ব্রহ্মা উভয়েই সত্য এবং উভয়েই আবার স্বতন্ত্র। এছাড়া এই মতানুসারে ব্রহ্মসত্তা ও জীবসত্তা উভয়েই স্বীকৃত। তাই এটি দ্বৈতবাদ নামে বা ব্রহ্মে ভেদ আছে বলে ভেদাভেদ নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়েছে। মধ্বাচার্যর মত ছিল যে, ব্রহ্ম হলেন জ্ঞানী ও করুণাময়। যদিও হরি, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কিন্তু তবুও এঁদের মধ্যে বিষ্ণুই হলেন সর্বোত্তম সত্য। তিনিই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। জীবেরা তাঁর করুণা পেলেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। তাঁর মত ছিল যে, দেহজীবনেই জীবের সেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের মতোই লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় 'দ্বাদশ স্তোত্র' ও 'কৃষ্ণামৃতমহার্ণব' নামক দুটি উৎকৃষ্ট ভক্তিগীতিমূলক গ্রন্থ তাঁরই রচনা।

(৪) বল্লভাচার্য প্রভাবিত রুদ্র সম্প্রদায়;এখনও পর্যন্ত উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ের অনেক পরে খৃষ্টীয় ১৪-১৫'শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর প্রচারিত ভক্তিকেন্দ্রিক দর্শনশাখার নাম হল বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এছাড়া রুদ্র থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বলে এই সম্প্রদায়কে রুদ্র সম্প্রদায়ও বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, বিষ্ণুস্বামী এই মতের প্রথম আচার্য হলেও বল্লভাচার্যই ইতিহাসে সবথেকে বেশি প্রসিদ্ধ। তাঁর মত ছিল যে, জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, ;এর কোনটাই মায়া নয়। জীবজগৎ ব্রহ্মময়। ঈশ্বর হলেন গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভই হল ভক্তিসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। সুতরাং গোপীজন বল্লভশ্রীকৃষ্ণই হলেন ব্রহ্ম।

এরপরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ চৈতন্যতত্ত্বের পটভূমিকায় বেদান্তসূত্রের যে ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাতে এই আচার্যদের মতে কিছু কিছু সাদৃশ্য যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনে এটাই অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে পরিচিত। পরিশেষে জানিয়ে রাখা যাক যে, ভক্তিমাল গ্রন্থে কিন্তু পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে- 'চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র। শিষ্য অনুশিষ্যক্রমে দাতা কৃষ্ণমন্ত্র, শ্রী ব্রহ্মা, রুদ্র আর সনক চতুর্থ। এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলার কাশী নবদ্বীপ

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃগয়া করিতে যাওয়া ও ভ্রমণকে কেন্দ্র করিয়াই নদীয়ার শিবনিবাস তৈরী। 'বাঙলার কাশী' বলে কথিত শিবনিবাস মন্দির ও সংলগ্ন অঞ্চলটি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মাজদিয়া স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। 'শিবনিবাস' কীভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় নিবাসভূমি হল? একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন,তিনি মৃগয়া করিতে যাইবেন,তোমরা সকলে প্রস্তত হও। আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। সেই মতো রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন। ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন, অতিরম্য স্থান। চারিদিকে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশুপক্ষী আছে। নানাপ্রকার শব্দ হইতেছে। রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁর কাছে এ এক অপূর্ব্ব স্থান মনে হওয়ায় তিনি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। রাজা আজ্ঞা করিলেন এই স্থানে পুরী নির্মাণ করিতে।

রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল। পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বলিলেন ,এই স্থানে অপূর্ব্ব এক পুরী প্রস্তুত করিতে হইবে যেন কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে।' পাত্র বলিলেন, 'মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন। পুরী নির্মাণের কাজ হইলে মহারাজ তখন আসিয়া দেখিবেন।' পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানী কৃষ্ণনগরে যাইলেন। পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে যে নদী থাকায় সেখানে গড় হইল। দক্ষিণদিকের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যদের থাকবার স্থান করিলেন। বড় বড় কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন যাতে হঠাৎ শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে।

সেই পুরীর নামই 'শিবনিবাস', শিবের বাসস্থান হিসাবেও এই নতুন রাজধানীর নাম রাখা হয় 'শিবনিবাস' এবং নদীর নাম 'কঙ্কনা' রাখিলেন,এই নদী আসলে চুর্ণী। শিবনিবাসে শিবমন্দির ছাড়াও একটি রামসীতার মন্দির আছে। রামসীতা বিগ্রহের ছবি তোলা নিষেধ।

কলকাতার অধিকাংশ ফ্লাট সংস্কৃতিতে অবাঙালি সংস্কৃতি প্রবেশ করে জগাখিচুরি সংস্কৃতি হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বছরদেড়েক হল, মফঃস্বলের পাট চুকিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বহুতল আবাসনে এসেছি। কিছুটা অফিস ও সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধা, কিছুটা আমার শারীরিক কারণে সুইমিং পুলে নিয়মিত সাঁতার কাটা, আমার শিশুপুত্রের স্কুল, পার্কে নিয়মিত খেলতে পারার সুবিধা, এই সব নানাকারণেই এই নতুন গৃহে প্রবেশ।

আমি যখন আসি, ততদিনে আবাসনে ৯০ বাসিন্দা এসে গিয়েছেন। লক্ষ্য করি, সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে ৮৫- ই অবাঙালি। মাড়োয়ারি। বিহারি। ইত্যাদি। তাতে অসুবিধা কিছু ছিল না। গত দেড় দুশো বছর ধরে কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ অবাঙালির আগমন ঘটেছে।

বড়বাজার থেকে শুরু করে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর পুত্রবধূর নামে বানানো বহুবাজার বা বৌবাজার, তাতে বাংলা ভাষা সংকটে পড়েনি। কাঁচি, বাবা, লাশ, কুর্নিশের মত তুর্কি শব্দই হোক বা আলমারি, আনারস, বালতি, সাবানের মত পর্তুগীজ শব্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশী অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই 'তথাকথিত' বিদেশী শব্দগুলোও কবেই ঢুকে পড়েছে বাঙালি অন্দরমহলে। নুন-হলুদ মাখানো মাছ আর সর্ষের তেলের গন্ধমাখা সুখ দুঃখের ভাতে কবে যেন তারা মিলেমিশে হয়ে উঠেছে খাঁটি বাঙালি। এই একই কথা প্রযোজ্য আইন, চশমা, সর্দি, সব্জি, দোকান, পিঁয়াজ, বালিশ, শিশির মত ফারসি শব্দগুলোর ক্ষেত্রেও।

তাই আমুদে হুল্লোড়ে অবাঙালি প্রতিবেশীদের ভিড়ে খারাপ লাগে নি। কিন্তু ভুল ভাঙল কিছুদিন পরেই। এই আবাসন যেন 'মিনি উত্তর ভারত'। এখানে বড় মেজ সেজো ছোট সবরকম বিহারি বা মাড়োয়ারি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। অথচ কোন বাঙালি পার্বণ হয় না। আবাসনের মালিকদের গ্রুপে প্রবেশাধিকার নেই কোন মহিলার। আমি বিস্মিত হলাম, আমি নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছি। আর আমি মালিকদের গ্রুপে থাকতে পারব না? কী হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পারব না?

হে হে। আপনি কী থাকবেন ম্যাডামজী? আপনার পরিবারের পুরুষ কেউ থাকলেই হবে।

-কেন? মানে, আমি থাকতে পারব না কেন?

আসলে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক পার্থক্য যেন বড় বেশি। তাঁদের টাকার কোন মা বাপ নেই। বাড়ির বউরা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা থাকেন। হনুমান, রাম করেন আর ঘরে থাকেন। যারা ঘরে থাকেন না, তাঁরা স্বাবলম্বী হতে পারেন কিন্তু স্বাধীন নন।

বাঙালি স্বাধীন মেয়েদের মানসিকতাকে তাঁরা কি বোঝেন না? না ভয় পান! আরো আশ্চর্য লাগল, বাকি ১৫ বাঙালি পরিবারের কথা ভেবে। সেইসব পরিবারে সুশিক্ষিতা চিকিৎসক আছেন। অধ্যাপিকা আছেন। উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানী আছেন। কিন্তু সবাই মূক। কিছুটা 'সংখ্যালঘু' হওয়ার নিরাপত্তাহীনতা, কিছুটা 'থাকতে যখন এখানেই হবে' গোছের হাবভাব। এ যেন বাংলার বাইরের কোন আবাসন। কেউ বাংলায় কথা বলে না। বাংলায় কোন আলোচনা হয় না।

সেই শুরু। তারপর রীতিমত আন্দোলন করে সেই গ্রুপে আমি ঢুকলাম। বেশ কিছু মহিলা মালিককেও ঢোকালাম। আর তারপর শুরু হল একের পর প্রতিবাদ। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার দাম নেই। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। সবাইকে কেনা যায়। কিন্তু তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হচ্ছিল। রেগে যাচ্ছিলেন। একজন তো বলেই ফেললেন, সব ঠিক ছিল। আমি এসেই সব 'খারাব' হয়ে গেল। যথারীতি বাঙালিরা চুপ। আমি এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ধীমানদা ও তাঁর স্ত্রী ডঃ পিয়ালীদি, আমরা লড়ে গেছি দাঁতে দাঁত চেপে। বলেছি, হাজারজন ভুল লোক মিলে গায়ের জোরে একজন ঠিকলোককে চুপ করালে ভুলটা ঠিক হয় না। ভুলটা ভুলই থাকে। থ্রেট এসেছে নানারকম। তাঁরা একজোট হয়ে অপমান করেছেন। উপহাস করেছেন। আমরা দমিনি। একাধিকবার প্রথম সারির মিডিয়া এসেছে। শব্দ দূষণ টাকা দিয়ে আমাদের কোটিপতি প্রতিবেশীরা ম্যানেজ করতে পারেননি। রাগ যতই হোক, সম্ভ্রম আমরা আদায় করেছি। অবাঙালিরা জানেন, 'বাংগালি' রা ডরপোক। কিন্তু ক্রমাগত এইসব স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হতে হতে তাঁরাও বুঝেছেন, সব বাঙালি 'ডরপোক' নয়।

সুইমিং পুলে মদের আসর থেকে মাঝরাত অবধি উৎকট ডিজে, সব একে একে আমরা বন্ধ করেছি। বাংলার বুকে আবাসন। অথচ আবাসনের এসোসিয়েশনের কোন পদে নেই কোন বাঙালি। নেই কোন মহিলাও। সেখানেও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বাঙালি ঢুকিয়েছি, মহিলারাও ঢুকেছেন।

বাঙালিদের ঐক্য বোঝাতে উপলব্ধি করেছিলাম দুর্গাপুজোর প্রয়োজনীয়তা। ওদের এতরকম উৎসব পার্বণ হচ্ছে, আর বাংলার বুকে এত বড় আবাসনে দুর্গাপুজো হবে না? হল। যারা ঘুমন্ত বাঙালি, তারাও যোগ দিলেন। অবাঙালিরা তো লারে লাপ্পা নাচতে পারলেই খুশি। তাঁরা মোটা টাকা চাঁদা দিলেন, কিন্তু আমি প্রথমেই বলে দিয়ে ছিলাম, ডিজে টিজে হবে না। বাচ্চাদের নিয়ে নাটক হবে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। গানের জলসা হবে, গাইব আমরাই।

তাঁরা হাসেন, হে হে ম্যাডামজী। আমাদের বাচ্চারা কী নাটক করবে। পড়াই হয়ে গেলে মোবাইলে গেম খেলে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার

ভরাট,মিষ্টি গলা, নাম তরুণ গলাতেও ছিল তারুণ্যের ছোঁয়া। প্রাণবন্ত মানুষ, সবসময় মুখে হাসি লেগেই থাকত। বাংলা গানের জগতে একসময়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংগীতশিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের আলাদা জায়গা করে নিয়েছিলেন। নচিকেতা ঘোষের সুরে তাঁর কণ্ঠে বিখ্যাত গান ' চলো রিনা ক্যাসুরিনা/ ছায়া গায়ে মেখে মেখে/ লাল কাঁকরের পথ ধরে... প্রচণ্ড জনপ্রিয় শুধু নয় যেন একটা নষ্টালজিয়া। গায়ক হিসেবে তরুণবাবু কেবল উচ্চমার্গের নন খুবই জনপ্রিয় একজন শিল্পী। মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রথম প্লেব্যাক শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার সময়ে বেস্টসেলার। তরুণ বাবুর কণ্ঠে ' মধুমতী যায় বয়ে যায়' শুনে মনে হয় সব মন প্রাণ ঢেলে তিনি এই গানটি গেয়েছেন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক, খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন। ফাংশনে গান গাওয়ার সময় শ্রোতাদের থেকে নানা গানের অনুরোধে একেবারেই বিরক্ত না হয়ে বলতেন,গাইব,সব গাইব। আগেই বলা হয়েছে শুধু নয় ভরাট মিষ্টি গলা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও ছিল তারুণ্যের ছোঁয়া। এইবিষয়ে বেশ মজার একটা ঘটনা আছে।

পুজোয় একটা সুপারহিট গান তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন। অতএব সিদ্ধান্ত আগামী পুজোয় আবার রোম্যান্টিক গান গাইবেন। শিল্পীদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তেমন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও শেষ ডিভিশনের মালিক সুরকার। তরুণ বাবু ভেবে রেখেছেন তাঁর সিদ্ধান্ত সুরকার স্বাগত জানাবেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখলেন সেই গান নিয়ে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন নচিকেতা ঘোষের কাছে। বললেন, এই গানে সুর করে দিতে হবে। গানের কথা শুনে নচিকেতা ঘোষ বলে উঠলেন, "অসম্ভব! এই গান তোমাকে দিয়ে হবেই না।" শুনে শিল্পী আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "এগুলোই পুজোয় গাইব ভাবলাম... গত বার এ রকম গানটাই তো হিট করল, তাই ভাবলাম..." নচিবাবু বললেন, "সে হতে পারে, কিন্তু এ গান এ বছর আর তোমাকে দিয়ে হবে না।"

কিন্তু কী কারণে এই গান তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পারবেন না! অনেক পীড়াপীড়ি করতে নচিকেতা ঘোষ যা বললেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ঘাত থ হয়ে গিয়েছিলেন! নচিবাবু বললেন, "এ তো রোম্যান্টিক গান। তোমার মাথা জোড়া টাক, এই টাকে ওই প্রেমের গান হবে না। টাক না থাকলে এই গান গাওয়াতাম।"

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নচিকেতা ঘোষের মজাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি বেরিয়ে গেলেন ।ফিরে এলেন বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। নচিকেতা ঘোষ তখন সুর করছেন, হঠাৎ জানলায় এক অচেনা মুখ বলল, "এই দেখ, এতে চলবে?" জানলার কাছে গিয়ে নচিবাবু দেখলেন, সেই শিল্পী দাঁড়িয়ে, কিন্তু টাক উধাও! "নিউমার্কেট গিয়ে এই উইগটা কিনে আনলাম," শিল্পী বললেন, "এই তো টাক ঢেকে ফেলেছি, এ বার ওই গান গাওয়া যাবে তো?" নচিকেতা ঘোষ সহ ঘরের সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। নির্মলা মিশ্র এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ওই গান থেকেই দাদা উইগ পরা চালু করলেন।" ১৯৬৯ সালের 'চলো রিনা ক্যাসুরিনা'-র পর 'নীলাঞ্জনা' গানটাও সুপারহিট হল উইগ পরে। বাংলার প্রতিটি গান সৃষ্টিতে ইতিহাস রয়েছে।

এই শিবমন্দিরে পুজো দিলে সারে দুরারোগ্য ব্যাধি, পূরণ হয় মনস্কামনাও

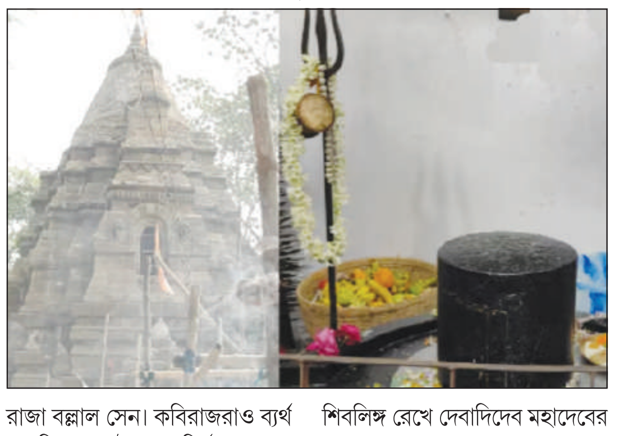

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয়েছিল রাজা বল্লাল সেনের! দুর্গাপুরের রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরের পরতে পরতে জড়িয়ে ইতিহাস। রাজা বল্লাল সেনের জটিল রোগ নির্মূল হয়েছিল রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির স্থাপন করে। আজও অলৌকিক সেই মন্দিরে ভিড় জমে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম শিবরাত্রির সন্ধিক্ষণে। অগাধ ভক্তি আর মনের আস্থা নিয়ে শিবলিঙ্গে জল ঢাললে মনস্কামনা পূরণ হয় বলেও অনেকের মত। ইতিহাস বলছে প্রায় ৮০০ বছর আগে গড় জঙ্গলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন রাজা বল্লাল সেন। কাঁকসার মলানদিঘী, বনকাটি সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মাঝে গড় জঙ্গলে অজয়ের পাড়ে আধিপত্য বিস্তার শুরু করেছিলেন। দুষ্কৃতীদের দমন করতে গঠন করেছিলেন সৈন্যদলও। আর সেই সময়ই এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন রাজা বল্লাল সেন। কবিরাজরাও ব্যর্থ হয়েছিলেন সেই রোগ নির্মূল করতে। তখনই তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের স্বপ্নাদেশে পান আড়ার কালদিঘি পুকুরের পাশে রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির তৈরি করার। কথিত আছে, সেই কালদিঘি পুকুরে দেবাদিদেব মহাদেব স্নান করতেন। ওই পুকুরের পাশে পূর্ব ভারতের বেলে ও ঝামা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরটি। সেই মন্দিরের ভেতর শিবলিঙ্গ রেখে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন রাজা বল্লাল সেন। অলৌকিকভাবে তাঁর জটিল রোগও নির্মূল হয়ে যায়। তখন থেকেই প্রতিদিন হয়ে আসে নিত্যপুজো। বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে হয় পুজোপাঠ। বুধবার শিব রাত্রিতেও সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই চলছে পুজোপাঠ। শিবের মাথায় জল, দুধ ঢেলে অনেকে মানত করছেন। ভক্তদের জন্য দুপুরে ছিল অন্নকূটের ব্যবস্থা। মন্দিরের সেবাইত বলেন, এই মন্দিরের রয়েছে নানান অলৌকিক কাহিনী। মনের ভক্তি আর অগাধ আস্থা দিয়ে যদি কেউ পুজো দেন তাহলে মনস্কামনা পূরণ করেন বাবা। প্রচুর ভক্তের ভিড় হয় বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে। আর প্রতিদিনই হয় নিত্য পুজো। বর্তমানে স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দির পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনস্থ। ভক্তদের যাতে সমস্যা না হয় সেদিকে কড়া নজরদারি চালায় মন্দির কমিটি। পুজো দিতে আসা এক মহিলা জানালেন, প্রতিবছর-ই আসি শিবরাত্রিতে পুজো দিতে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন হয়েছে এলাকার। গড়ে উঠেছে বহু অট্টালিকা বেড়েছে জনসংখ্যা। তবে সেই ভিড়ের মাঝে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সেন আমলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বল্লাল সেনের রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির।

হাওড়ার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস রোড অবরোধ আইএসএফ-এর, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস রোড অবরোধ আইএসএফ-এর। অবরোধ তুলতে পুলিশকে বাধা। ধস্তাধস্তিতে আহত পুলিশ আধিকারিক। গ্রেফতার ৪। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বুধবার হাওড়ার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস রোড অবরোধ করেন আইএসএফ-এর কর্মীরা। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে বাধা দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ ওঠে আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এক পুলিশ কর্মী আহত হন বলে জানা গেছে। এদিন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৪ জন আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করে। যদিও পুলিশকে ধাক্কাধাক্কির অভিযোগ অস্বীকার করেন আইএসএফ এর জেলা নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা অভিযোগ, জবরদস্তি করে তাঁদের কর্মীদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিন পুলিশ কর্মীকে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ উঠেছে আন্দোলনকারী আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধেও। এদিন বলপ্রয়োগ করে রাস্তা অবরোধ তোলে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। আইএসএফ নেতা আখতার মোল্লা বলেন, 'হাওড়ার ২০ নং ওয়ার্ডের বেলিলিয়াস রোডের অবস্থা গত প্রায় এক বছর ধরে খুবই খারাপ। এই ব্যাপারে আইএসএফের পক্ষ থেকে সকল সরকারী দপ্তরে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। কাজ না হওয়ায় অবশেষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু মানুষকে নিয়ে পথে নেমে আন্দোলন করা হচ্ছিল। সেই সময় হাওড়া সিটি পুলিশ আমাদের মারধর করে ৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে মারার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আগে যেভাবে আইএসএফের কর্মীদের ফাঁসানো হয়েছে এদিনও আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।' অন্যদিকে, পুলিশের পাল্টা দাবি, এদিন কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি। রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নিতে পুলিশের পক্ষ থেকে বারেবারে আন্দোলনকারীদের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তাতে কর্ণপাত না করায় পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় একজন পুলিশ আধিকারিক জখম হন। এই ঘটনায় ৪ জন আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪৩, তারিখ : ২৫.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৩৭। কাজের নাম:** (১) এইএন/আরপিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রামপুরহাটে রানিং রুমের আপগ্রেডেশনের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (২) এইএন/আরপিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পাকুড়ে রানিং রুমের আপগ্রেডেশনের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৪,৫৭,৬০৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৮৯,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-632/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্নীতির অভিযোগ করায় দলেরই চার কাউন্সিলরকে শোকজ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল পরিচালিত রঘুনাথপুর পৌরসভায় তৃণমূলের পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৌরপ্রধানের তীব্র সংঘাত। চার পৌর প্রতিনিধিকে শোকজ করল শহর তৃণমূল কংগ্রেস। পৌরসভার চার পৌর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক, প্রণব দেবঘড়িয়া, মালবিকা সাঁই, সুশান্তশেখর ঘোষ পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পৌরমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের অভিযোগ পৌরপ্রধান সহ পৌরসভার নির্বাহী আধিকারিক পৌরসভার টেন্ডার সহ একাধিক কাজে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই বিষয়ে বারবার দলকে জানানো হয়েছে দল কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পৌরমন্ত্রীকে পৌরসভার বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও পৌরপ্রধানের দাবি এই চার জন পৌরপ্রতিনিধি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন, তাঁরা রঘুনাথপুরের উন্নয়নের বিরোধিতা করেছেন, পৌরসভার কোন কাজে তাঁরা সহযোগিতা করেন না, নিয়ম মেনে সাধারণ সভায় পৌর প্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে সব কাজ করেছি, তাঁরা দল বিরোধী কাজ করায় বিষয়টি দলকে জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর রঘুনাথপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এই চার পৌর প্রতিনিধিকে শোকজ্ করেছেন, তাঁর অভিযোগ তৃণমূলের চার পৌর প্রতিনিধি দল বিরোধী কাজ করছেন এবং ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন তাই তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলেন ওই চার জন কাউন্সিলার দল বিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য তাঁদের শোকজ করা হয়েছে। যদি কোথাও কোনও সমস্যা থেকে থাকে সেগুলি জানানোর জায়গা আছে, কিন্তু প্রকাশ্যে কালিমালিপ্ত করা ঠিক নয়।

পৃথক তিনটি ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনজন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পৃথক তিনটি ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করলো নাদনঘাট থানার পুলিশ, প্রথমটি ৩ বছরের এক নাবালিকা শিশু কন্যাকে যৌন-নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী এক ব্যক্তি গতকাল ওই শিশুকে যৌন নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ ওই প্রতিবেশী ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এরপরই তাকে পকশো আইনে মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার করে তাকে পাঠানো হয় কালনা আদালতে। দ্বিতীয়টি জমিতে সার দেওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ষষ্টিতলা এলাকায় ঝামেলা অশান্তি ও মারধোরের ঘটনায় গোপাল বৈদ্য নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এদিন বুধবার কালনা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি মদ খেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে উত্তর শ্রীরামপুর ফকিরতলা এলাকা থেকে নজরুল শেখ নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনকেই বুধবার পাঠানো হয় কালনা আদালতে।

‘চোর, তার বউ চোর, তার ছেলে চোর, চোদ্দ গুষ্টি চোর’ বিস্ফেরক মহুয়া

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে হোক বা গ্রামের কর্মীসভা, বরাবরই চাঁচাছোলা ভাষায় কথা বলতেই অভ্যস্ত মহুয়া মৈত্র। সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও গলা উঁচু করেই কথা বলেছেন তিনি। তাই বলে দলের নেতা বা নেতাদের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে যেভাবে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া, তা কার্যত নজিরবিহীন। কারও নাম না করলেও রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যকেই নিশানা করেছেন মহুয়া। নিজের সংসদীয় এলাকায় মাঝেমধ্যেই ছোট ছোট কর্মীসভা করে থাকেন মহুয়া। সেই সব সভায় উপস্থিত থাকেন দলের নেতারা। তবে সংবাদমাধ্যমের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। আজ, বুধবার সেরকমই একটি সভা ছিল নদিয়ার বারনিয়া এলাকা। সেখানেই মঞ্চে বক্তৃতা দিতে শোনা যায় মহুয়াকে। সংবাদমাধ্যম উপস্থিত না থাকলেও, মহুয়ার ওই সভার একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যায়। তবে সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। ওই ভিডিয়োতে শোনা যাচ্ছে, মহুয়া বলছেন, ওদের জন্য দল কালিমালিপ্ত হয়েছে। আজও সেই অব্দি কেস চলছে। এফআইআর চলছে। চার্জশিট হয়ে গিয়েছে। আর তারাই ভোটের আগে এলাকায় ঢুকবে, মিটিং করবে, আমাদের মেনে নিতে হবে? আমরা কি মরে গিয়েছি? কী মনে হয় আপনার? প্রশ্ন হল এই ‘ বলতে কার কথা বলছেন মহুয়া? রাজনৈতিক মহলের মতে, পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যকে নিশানা করার ইঙ্গিত মিলেছে মহুয়ার কথায়। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ সময় জেলে ছিলেন মানিক। জেলে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রও। পরে তিনজনই জামিন পেয়েছেন। আজ, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা করেছে সিবিআই। সেখানেও মানিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সিবিআই দাবি করেছে, নিয়োগের জন্য টাকা দিতে হল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যকে। সে সব উল্লেখ না করলেও মহুয়া এদিন বলেন, ডাকাত, এরা রঘু ডাকাত। ছিঁচকে চোর, পকেটমার নয়। সে চোর, তার বউ চোর, তার ছেলে চোর, তার চোদ্দগুষ্টি চোর। আমি কোনওদিন বলি না। আজ বাধ্য হয়ে বলছি। ওরা দলকে কালিমালিপ্ত করেছে। মহুয়া আরও বলেন, আমি কি স্টেজে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে এসেছি? আমি বাস্তব কথা বলছি। আমি মমতার সৈনিক। দুটো-তিনটে চোর-ডাকাতের জন্য আমাদের সবার গায়ে কালি লাগবে। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, শুধু মানিক নয়, আরও কয়েকজন যুবনেতার কথাও এদিন বলতে চেয়েছেন মহুয়া।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১১৮৫-২০২৪-২৫-আর, তারিখ ২১.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ :** ৩ বছরের জন্য নিউ আলিপুর অফিসার'স কোয়ার্টারে ব্লক নং ৭এ-র প্যাসেঞ্জার লিফটের (প্রস্তুত : মেসার্স ওমেগা) সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল ও ব্রেকডাউন চুক্তি। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১১৯৮-২০২৪-২৫, তারিখ ২১.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** ২ বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে রাজধানী ও দুরন্তের এলএইচবি এসি কোচের বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুত প্যাকেজ ইউনিট এবং বিভিন্ন এলএইচবি ধরনের ট্রেনের মেরামতি ও ব্রেকডাউন চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য :** ৭,৭৩,২৮০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৯,১১,৪০,৪৫৯ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **বায়নামূল্য:** ১৫,৫০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৬,০৫,৭০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ৩৬ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২৪ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৩.০৩.২০২৫ প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-367/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লু), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক "সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় ১১৪০টি এলএইচবি ধরনের এসি কোচের (এলবি আইটেম নং ৮৯৫পি/২০২৪-২৫) (পিএইচ-২১) এসবিসি-র এইচটি কম্পার্টমেন্টে ইঁদুরের প্রবেশ রোধ করতে কেবল ট্রানজিট এন্ট্রি সিলিং ও ফুলপ্রুফ নিরাপত্তা প্রণালীর ব্যবস্থা করা" কাজের জন্য পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ডব্লুএলএলএইচ_১৮_২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার) সংক্রান্ত সংশোধনী নং ১।** উপরোক্ত টেন্ডারের **টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময়** বর্তমান প্রকাশিত ২১.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোর পরিবর্তে **১০.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো** পড়তে হবে। (Misc-351/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আরও একধাপ সাফল্য, বিষ্ণুপুরে ডিজিটাল প্রতারণা মামলায় আরও ৩ জন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিজিটাল প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে আরও একধাপ সাফল্য পেল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এই মামলায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে ওড়িশার সুবর্ণপুর জেলায় অভিযান চালিয়ে এসআই আকাশ পাত্র কুলু প্যাটেল ও অভিসিক্তা মেহের নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। একইভাবে, কেরলের কোঝিকোড জেলায় অভিযান চালিয়ে এসআই কৌশিক চৌবে মোহাম্মদ আফিফ নামে আরেকজন অভিযুক্তকে আটক করেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। বর্তমানে তাদের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , এই চক্রের বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এই একই মামলায় গুজরাট ও তেলেঙ্গানার চারজনকে গ্রেফতার করেছিল। গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, বিষ্ণুপুর শহরের আবরারমাঠ এলাকার বাসিন্দা শ্যামপদ মণ্ডল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে তিনি ‘ গ্রেফতার’-এর শিকার হয়েছেন। প্রতারকরা তাকে ভয় দেখিয়ে অনলাইনে ১০,২১,০০০ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং দাবি করে যে তিনি ‘ গ্রেফতার’- এর আওতায় রয়েছেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষ্ণুপুর থানার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় এবং দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে বিষ্ণুপুরে আনা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ জানায়, এই চক্রের মূল হোতাদের ধরতে আরও অভিযান চালানো হবে এবং শীঘ্রই পুরো চক্র ধরা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বহরমপুরে বিপুল পরিমাণ কার্তুজ ও বন্দুক উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপুল পরিমাণ কার্তুজ ও বন্দুক উদ্ধার হল বহরমপুরে। বুধবার গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। মোট ১৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম সোহম রেজা (২৪)। তিনি জলঙ্গি পাড়ার বাসিন্দা। বুধবার সকালে বহরমপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে অস্ত্র পাচারের অভিযোগ এসেছিল। সেই মতো বহরমপুর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকার রাস্তায় নজরদারি শুরু হয়। এক ব্যক্তি বাস থেকে নেমে হাঁটছিলেন। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে পাকড়াও করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁর সঙ্গের ব্যাগ তল্লাশি চালাতেই হতবাক হয় পুলিশ। ব্যাগ থেকে ১৩০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। এছাড়াও মেলে আটটি ম্যাগাজিন, চারটি সেভেন এমএম পিস্তল। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে ওই অস্ত্র ও গুলি নিয়ে আসছিলেন। সেগুলি বাংলাদেশ পাচারের পরিকল্পনা ছিল। আরও জানা গেছে, ওই বন্দুকগুলি মুঙ্গের থেকে আনা হয়েছিল।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ শিবরাত্রি। যুগ যুগ ধরে সারা ভারতবর্ষে এদিন মহা ধুমধামে ভগবান শিবের পুজো হয়ে আসছে। এই শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মন্দিরে মন্দিরে মহিলাদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, এই দিনে ভগবান শিব এবং মাতা পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল, তাই এই দিনটিকে শিব এবং শক্তির মিলন হিসাবেও পালিত হয়। এছাড়াও এই দিনে ভগবান শিব প্রথমবারের মতো অগ্নিস্তম্ভ অর্থাৎ শিবলিঙ্গের আকারে আবির্ভূত হন, যা তাঁর নিরাকার রূপকে প্রতিফলিত করে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মহাশিবরাত্রির দিনে যে সকল মানুষ উপবাস করে পূজা পার্থনা করেন তারা ভগবান শিব এবং মাতা পার্বতীর আশীর্বাদ লাভ করেন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। যদিও বেশিরভাগ মহিলারা যুগ যুগ ধরে পরিবারের মঙ্গল কামনায় এবং শিবের মতো স্বামী পাওয়ার বাসনায় শিবরাত্রির উপবাস করে আসছে। আর এই শিবরাত্রি মানেই হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় শিব মন্দির গুলিতে। এবারেও তাই শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে। তিথি অনুসারে এবছর শিবরাত্রির তিথি পড়েছে বুধবার সকাল ৯'টা ৪১ মিনিটে যা শেষ হবে পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা ২৮ মিনিটে। তারকেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভক্তদের সুবিধার্থে প্রত্যেক বছরের মতোই প্রশাসন, পৌর প্রশাসন এবং মন্দির পরিচালিত পুরোহিত মন্ডলীর মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এই বছরও ভক্তদের মন্দিরে এসে জল ঢালার সুবিধার্থে নিরাপত্তা সহ একগুচ্ছ পরিষেবার পাশাপাশি সারারাত মন্দির খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য বিশেষ সময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিষয়ে তারকেশ্বর মন্দির পরিচালিত পুরোহিত মন্ডলীর সভাপতি সন্দীপ চক্রবর্তী মন্দিরে আগত সকল ভক্তদের সুশৃংখলার সাথে বাবার মাথায় জল ঢালা এবং পূজা পর্ব শেষ করার আবেদন রেখেছেন।

শিবরাত্রিতে ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু! এলাকায় শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ স্নান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু। ঘণ্টা খানেক ধরে খোঁজের পর নৌকার মাঝিরা সুমন সাহা (২২) নামে একজনকে উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দারা অচৈতন্য সুমনকে তাড়াতাড়ি কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুমন সাহা কাটোয়া কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। পেশায় দলিল লেখক নিখোঁজ অর্ঘ্য সাহার (২৩) এখনও কোন সন্ধান মেলেনি। অর্ঘ্য সাহার সন্ধানে কাটোয়া থানার পুলিশ এবং কাটোয়া মহকুমা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা যৌথভাবে স্থানীয় ডুবুরি দিয়ে ভাগীরথী নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে। বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাটোয়া থানার দাঁইহাট- মাটিয়ারি ফেরিঘাটের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া। প্রত্যক্ষদর্শী সুনীতা সাহা বলেন, তিন বন্ধু শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে ঘাটে এসেছিল। এক বন্ধু নদীর পাড়ে বসেছিল দুজন স্নান করতে নেমেছিল। দুজন অনেকক্ষণ ধরে স্নান করছিল হঠাৎ একজন ডুবতে থাকলে তাকে বাঁচাতে অপর বন্ধুও নদীর গভীরে গিয়ে তলিয়ে যায় তখন সে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করে। সেই সময় নদীর পাড়ে মহিলা বেশি থাকায় সাহায্যের জন্য প্রথমে তেমন কেউ এগিয়ে আসেননি। পরে একজন লোক বাঁচাতে জলে নামলেও কিছু করতে পারেনি। দুজনেই নদীর জলে ডুবে যায়। কলেজ পড়ুয়া সুমন সাহার বাড়ি বেড়া গ্রামে এবং অর্ঘ্য সাহার বাড়ি দাঁইহাটের দেওয়ানগঞ্জ এলাকায়।

নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করল মালিক পক্ষ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রশাসনের নির্দেশে শেষমেশ অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করল মালিক পক্ষ। অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু হওয়াতে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার ইসলামপুর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহার মোর এলাকায় নয়নজুলি ভরাট করে অবৈধ নির্মান তোলার কাজ করছিল এক ব্যবসায়ী। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসনের কর্তারা। এবার প্রশাসনের নির্দেশে সেই অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করল ওই ব্যবসায়ী।

‘মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব’ তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ যানজট এড়াতে এবং দূষণ কমাতে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় ‘মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব’ তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। এবিষয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি সেনাবাহিনী, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, কলকাতা পুরসভা এবং লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সরকারি সূত্রে খবর, বৈঠকে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। বর্তমানে যেখানে ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড রয়েছে সেখানেই এই বেসমেন্ট কার পার্কিংয়ের মডেল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাইটসকে। দিন পনেরো আগে সেই মডেল হাতে পেয়েছেন পরিবহণকর্তারা। যার ভিত্তিতেই এই বৈঠক। ধর্মতলা এলাকায় যানজট ও দূষণ কমাতে কলকাতা হাইকোর্টের দায়ের করা এক জনস্বার্থে মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিকল্প পথ খোঁজার এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, **৫ বছর মেয়াদের জন্য 'বি' শ্রেণীর স্টেশনে ২টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস), 'সি' শ্রেণীর স্টেশনে ৬০টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) এবং 'ডি' শ্রেণীর স্টেশনে ১টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)** বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-মার্চ১২-২৫। সিকোয়েন্স নং, লট নং/শ্রেণী, সংরক্ষণ, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ : **এএ/১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৩০। **এএ/২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-এমপিএস-৭৯-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৪০। **এএ/৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৫০। **এএ/৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-এমপিএস-৩৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.১০। **এএ/৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.২০। **এএ/৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-এমপিএস-৫৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০। **এএ/৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৩-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৪০। **এএ/৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৫০। **এএ/১০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.১০। **এএ/১২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.২০। **এএ/১৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এমপিএস-৬৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৩০। **এএ/১৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-এমপিএস-৭৬-২৪-২ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৪০। **এএ/১৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৫০। **এএ/১৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউজি-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.১০। **এএ/১৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এমপিএস-৫৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.২০। **এএ/১৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৩০। **এএ/২০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৪০। **এএ/২১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৫০। **এএ/২২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.১০। **এএ/২৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.২০। **এএ/২৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৩০। **এএ/২৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-এমপিএস-৫৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৪০। **এএ/২৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৫০। **এএ/২৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-এমপিএস-৭৫-২৫-২ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টে। **এএ/২৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-এমপিএস-১৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.১০। **এএ/৩০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.২০। **এএ/৩১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৩০। **এএ/৩২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস-৬১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৪০। **এএ/৩৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এমপিএস-৬৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৫০। **এএ/৩৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪টে। **এএ/৩৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.১০। **এএ/৩৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.২০। **এএ/৩৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৩০। **এএ/৩৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৪০। **এএ/৩৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এমপিএস-৭২-২৪-৩ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৫০। **এএ/৪০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫টা। **এএ/৪১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলএই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল) , অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.১০। **এএ/৪২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি-এমপিএস-৪৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.২০। **এএ/৪৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-এমপিএস-৫০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.৩০। **এএ/৪৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-এমপিএস-৫২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.৪০। **এএ/৪৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসওএই-এমপিএস-৫৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.৫০। **এএ/৪৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা। **এএ/৪৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-এমপিএস-৬৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৩০। **এএ/৪৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টেএকে-এমপিএস-৭৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৪০। **এএ/৪৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৫০। **এএ/৫০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএই-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা। **এএ/৫১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১.১০। **এএ/৫২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১.২০। **এএ/৫৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-এমপিএস-১৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০। **এএ/৫৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৪০। **এএ/৫৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-এমপিএস-২৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৫০। **এএ/৫৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২টা। **এএ/৫৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.১০। **এএ/৫৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.২০। **এএ/৫৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এমপিএস-৪৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৩০। **এএ/৬০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই-এমপিএস-৫১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৪০। **এএ/৬১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৫০। **এএ/৬২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা। **এএ/৬৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১.১০। **ইউনিটের হার :** প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিন :** প্রতিটির জন্য ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি :** প্রতিটির জন্য ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** প্রতিটির জন্য শূন্য। (HWH-635/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চলুন বেড়িয়ে আসি

নদীকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়, নিরিবিলিতে ছুটি কাটানোর ভালো জায়গা হোক দোবান

নিজের ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে নদী। চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়। শান্ত প্রকৃতি যেন সবুজ চাদরের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। কালিম্পংয়ের দোবান উপত্যকায় ঘুরতে যেতে পারেন। নীরবতাই যেন আট থেকে আশির আকর্ষণের কারণ। তাই শীতের শেষবেলায় পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা দোবান। নেপালি ভাষায় 'দো মানে দুই। আর 'বান শব্দের অর্থ বন্ধন। রংপো এবং ঋষি নদীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই উপত্যকা। কালিম্পং মহকুমায় অন্তর্গত দোবান। তবে পূর্ব সিকিম হয়েই এখানে আসতে হয়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তির আশ্রয়ে যাঁরা কয়েকটা দিন থাকতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা হল এটা। দোবানে গেলে দেখার চেয়েও বেশি অনুভব করবেন। নিস্তব্ধতার শান্তি। কান পাতলেই শুনতে পাবেন অজানা কোনও পাখির ডাক। যেন আপনাকেই বড় ভালোবেসে কাছে ডাকছে। পায়ের জুতোটা খুলে একবার যখন নরম ঘাসের উপর পা রাখবেন, শরীর সম্পূর্ণ শীতল হয়ে

যাবে। পাথরের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল। চাইলে তাতেই পা ডুবিয়ে নিতে পারেন। নিজেকেই দেখতে পাবেন প্রকৃতির এই আয়নায়। দিন গড়িয়ে রাত নামলেই মাথার উপরে শোভা পাবে চাঁদ। জ্যোস্না মেখে আরও মোহময়ী হয়ে ওঠে পাহাড়ের এই নিস্তব্ধতা। জোনাকির মতো শোভা পায় তারাগুলি।

কীভাবে যাবেন দেখে নিতে পারে- এই সাম্রাজ্যে পৌঁছতে গেলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে হবে। তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগতে পারে তাতে। গাড়ি বুক করে নিতে পারেন কিংবা শেয়ারেও যেতে পারেন। রংপোতে পৌঁছনোর পর সেখান থেকে সার্ভিস জিপে রেনক যাওয়ার পথে রোরাথাং ব্রিজে নেমে পড়তে হবে। তারপর প্রায় ২ কিলোমিটার নদীর চর ধরে হাঁটতে হবে। একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে দোবানে পৌঁছতে পারবেন। হাঁটতে না চাইলে রংপো থেকেও সরাসরি গাড়ি বুক করে যাওয়া যায় নদীর কোলে।

এখানে এলে কোথায় থাকবেন সেটা জেনে নিন-উপত্যকার ঠিক মাঝে অনেকটা জায়গাজুড়ে কিছু কটেজ রয়েছে। আগে থেকে বুক করে গেলে ভালো হয়। তাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া মন যা চাইবে বলবেন তাই-ই পাবেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্টেশন

প্রয়াগরাজ থেকে ৩৫০ টিরও বেশি ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

২৬ ফেবয়ারী ঃ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের জন্য ১০ জানুয়ারী থেকে ২৪ ফেব্রয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্টেশনগুলি থেকে নিয়মিত এবং মেলা বিশেষ ট্রেন সহ মোট ২,৮৪৫টি ট্রেন চালানো হয়েছিল।২৪ ফেব্রয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং ঝুসি স্টেশনে মোট ২১,১০০ জন তীর্থযাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে মোট ২,৭০,৮৫৬ বর্গফুট যাত্রী ধারণক্ষমতা এলাকা তৈরি করা হয়েছে। গোরক্ষপুর, ২৫ ফেব্রয়ারি, ২০২৫ঃ মহাকুম্ভ উপলক্ষে, ১০ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলিতে ৬৪২টি নিয়মিত এবং ৬৪২টি মেলার বিশেষ ট্রেন সহ মোট ১,২৮৪টি ট্রেন চালানো হয়েছিল। একইভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলি থেকে ডাউন সাইডে ৬২৬টি নিয়মিত এবং ৯৩৫টি সাধারণ বিশেষ ট্রেন সহ মোট ১,৫৬১টি ট্রেন চালানো হয়েছিল। এইভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলি থেকেথেকে মোট ২,৮৪৫টি নিয়মিত এবং ন্যায্য বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল। মেলার বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রেককোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই নিয়মিত বিরতিতে এবং চাহিদা অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। ট্রেনের উভয় পাশে ইঞ্জিন স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে ইঞ্জিন উল্টানোর সময় সাশ্রয় হয়েছিল। মহাকুম্ভের সময়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং ঝুনসি স্টেশনে তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা বুথ এবং পর্যবেক্ষণ কক্ষ স্থাপন করে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এই সময়ের মধ্যে, মহাকুম্ভে আগত তীর্থযাত্রীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম এবং ঝুনসি স্টেশনের ১ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মেডিকেল বুথ স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৪শে ফেব্রয়ারি পর্যন্ত মহাকুম্ভমেলা চলাকালীন, মোট ২১,১০০ জন তীর্থযাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল এবং ৯৮ জন গুরুতর অসুস্থ রোগীকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে মোট ২,৭০,৮৫৬ বর্গফুট স্থায়ীঅস্থায়ী যাত্রী ধারণক্ষমতা এলাকা তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে ঝুসি স্টেশনে ১,৯৩,৭৫০ বর্গফুট স্থায়ী যাত্রী ধারণক্ষমতা এলাকা, প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনে ৪৩,০৫৬ বর্গফুট স্থায়ী যাত্রী ধারণক্ষমতা এলাকা, এর পাশাপাশি বেনারস স্টেশনে ২,২০০ বর্গফুট, সিওয়ান স্টেশনে ৫,২৫০ বর্গফুট, বালিয়া স্টেশনে ৮,০০০ বর্গফুট, গোরক্ষপুর জংশনে ৮,০০০ বর্গফুট। স্টেশনে ৫,০০০ বর্গফুট, দেওরিযা. সদর স্টেশনে ৩,৬০০ বর্গফুট এবং ছাপড়া জংশনে। স্টেশনে ১০,০০০ বর্গফুটের একটি অস্থায়ী যাত্রী ধারণক্ষমতা এলাকা তৈরি করা হয়েছে।

Name Change

I, Ranjita Dey Kundu (old name) S/O Moni Kumar Kundu, resident of Vill.- Patabuka, P.O.- Natagram, Bongaon, P.S.- Gaighata, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjita Dey (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 25/02/2025. That Ranjita Dey (new name) and Ranjita Dey Kundu (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Hajera Bibi (Old Name) W/O– Sakiur Rahman resident of Vill- Dhulauri, Po-Diar Fatepur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby decrale that I have changed my name from Hajera Bibi to Hazera Bibi and hencefort I shall be known as Hazera Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Hazera Bibi & Hajera Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Khokan Rajoar and Khokan Rajwar (Old Name) S/O–Panchanan Rajoyar resident of Vill- Rampara Dhowrapara, Po-Rampara, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Khokan Rajoar and Khokan Rajwar to Khokan Rajoyar and hencefort I shall be known as Khokan Rajoyar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Khokan Rajoyar (new name) & (old name) Khokan Rajoar and Khokan Rajwar both are same and one identical person.

Name Change

I,Ramjn Sekh (Old Name) S/O– Alihim Sk resident of Vill & Po- Binodnagar Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741155 do hereby decrale that I have changed my name from Ramjn Sekh to Ramjan Sk and hencefort I shall be known as Ramjan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Ramjan Sk & Ramjn Sekh both are same and one identical person.

বেড়িয়ে আসুন সবুজে মোড়া কালেজ ভ্যালি থেকে

ছুটি পেলেই পাহাড় প্রেমীদের মন বেড়াতে যেতে চায়। চোখ বন্ধ করলে পাহাড় যেন হাতছানি দেয়। কানে আসে টয় ট্রেনের চাকার শব্দ! কিন্তু দিন দিন ঘিঞ্জি হচ্ছে দার্জিলিং। ফলে বেড়াতে গিয়েও দুদণ্ড শান্তিতে কাটানোর জো নেই। তাই মানুষ ঝুঁকছে 'অন্য ডেস্টিনেশনে'র দিকে। উঠে আসছে, নতুন-নতুন গ্রামের নাম। যার মধ্যে অন্যতম কালেজ ভ্যালি বা রংবুল হল অন্য আর একটা।

কোথায় এই কালেজ ভ্যালি প্রথমে জানতে হবে তা-

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে গ্রামটি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে সবুজে মোড়া এই উপত্যকা। সোনাদা হয়ে ঘুমের দিকে যাওয়ার আগেই রয়েছে সবুজ চা বাগানে ঘেরা কালেজ ভ্যালি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পৌঁছতে সময় লাগে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। কীভাবে যাবেন দেখে নিন- কলকাতা থেকে যেতে চাইলে ট্রেন ধরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। বা বাসে চেপে তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড। বা প্লেনে বাগডোগরা। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে কালেজ ভ্যালি। শেয়ার গাড়িতেও

রংবুল পর্যন্ত আসা যায়। আবার সেখানকার হোম স্টে-কে বলে রাখলেও তারা গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। দেখের কী কী রয়েছে সেখানে- এই এলাকায় প্রচুর কালেজ পাখি দেখা যায়। সেখান থেকেই এলাকার নাম হয়েছে কালেজ ভ্যালি। চারদিকে রয়েছে চা বাগান আর পাইন গাছ। ২ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে রেনবো বা ইন্দ্রাণী ফলস। পাহাড়ি রাস্তা ধরে ট্রেকিং করে গন্তব্যে পৌঁছতে ভালোই লাগবে। কেউ গাড়িতে খানিকটা গেলেও শেষ এক কিলোমিটার ঘন গাছপালায় ঘেরা পাকদণ্ডি বেয়ে হাঁটতেই হয়। আসলে সূর্যের আলো পড়ে ঝরনা বুকে রামধনু তৈরি হয় বলে নাম হয়েছে রেনবো ফলস। ঝরনার চারিদিক বাঁধানো। ফলে সেখানে বসে দুদণ্ড জিরিয়েও নিতে পারবেন।

থাকার জায়গা কেমন- এখানে থাকার খুব বেশি জায়গা নেই। রয়েছে মাত্র দুটো হোম স্টে। দুটোই একদম চা বাগানের ধার ঘেঁষে। এক কালেজ ভ্যালি কানন হোম স্টে আর রেনবো ভ্যালি রিসর্ট। কানন হোম স্টে-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ৯৬৩৫৫৮৪৪৩০ অথবা ৯৮৩০৩২২৮২১ এই নম্বরে। এই হোম স্টে-তে তিনরকমের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি কটেজ রয়েছে। যেখানে চারবেলা খাওয়া ও থাকার জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ ১৬০০ টাকা। চারটি ডবল বেডেড রুম রয়েছে। যেখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ ১৩০০ টাকা। রয়েছে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থাও। সেক্ষেত্রে খরচ ১০০০ টাকা। তিন ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। ৫ বছরের নিচের শিশুদের জন্য নিখরচায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে কানন হোম স্টে-তে। ৫-১০ বছরের শিশুদের খরচ বড়দের ৫০ শতাংশ। তবে ১০ বছরের উপরের বাচ্চাদের পুরো খরচই লাগবে। বছরের যে কোনও সময় যেতে পারেন কালেজ ভ্যালিতে। তবে বর্ষায় অনন্য রূপ দেখার আনন্দই আলাদা।

২ মে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলছে কেদারনাথ মন্দির

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের মরশুমে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী মে মাসে পুণ্যার্থীদের খুলতে চলেছে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। বুধবার মহা শিবরাত্রির দিন ঘোষিত হল শুভ মুহূর্ত ও দিনক্ষণ, আগামী ২ মে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দির। ওই দিন সকাল ৭টায় খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা।ভগবান ভৈরবনাথ জির পূজার্চনা হবে আগামী ২৭ এপ্রিল। বাবা কেদারের পঞ্চমুখী ডোলি ২৮ এপ্রিল উখিমঠের শ্রী

আদ্রা শহরে রেলের উচ্ছেদ অভিযান

আদ্রা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা শহরে চলছে রেলের উচ্ছেদ অভিযান। শহরের উত্তর দিকে রেলের জমিতে থাকা দোকানগুলিকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। অভিযোগ, দোকান দারদের নোটিস দেওয়া হলেও তারা দোকান সরায়নি। তাই মঙ্গলবার আরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে রেল আধিকারিকেরা শ্রমিকদের দিযে. দোকানগুলি ভেঙে দেয়। ঝামেলায় এড়াতে ছিল রাজ্য পুলিশও। উল্লেখ্য, আদ্রা রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আদ্রাকে মডেল রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। সেই কারণেই রেলের জায়গায় থাকা বিভিন্ন দোকানপাট সরানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে এদিন রেল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে গেলে দোকানদারেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু রেল আধিকারিকেরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যান।

তিরুবনন্তপুরমে ৫ জনকে খুন করলো যুবক

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ ফেব্রয়ারি ঃ কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে ৫ জনকে খুন করলো ২৩ বছর বয়সী এক যুবক। নিজের ভাই, ঠাকুমা, কাকা, কাকিমা ও প্রেমিকাকে খুন করেছে ওই যুবক। পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমেছে। অকুস্থলে যান কেরলের মন্ত্রী জি আর অনিল। দক্ষিণ জোনের (আইজি) এস শ্যামসু ন্দর বলেছেন, আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তদন্ত চলছে এবং ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। অভিযুক্তের অবস্থাও গুরুতর, সে বিষ খেয়েছে ও হাপসাতালে চিকিৎসাধীন। ওই যুবকের মাও হাসপাতালে ভর্তি।

স্ট্যালিনের দাবি ওড়ালেন শাহ

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জনগণনার দোহাই দিয়ে কেন্দ্রের 'ষড়যন্ত্রে' আট লোকসভা আসন হারাতে চলেছে তামিলনাড়ু। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের এই দাবি উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি দাবি করলেন, একটি লোকসভা আসনও কমবে না তামিলনাড়ুর। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে শঙ্কিত কেন স্ট্যালিন? ইতিমধ্যে সর্বদলীয় বৈঠকও ডেকেছেন ডিএমকে নেতা। সীমানা পুনর্গঠন বিতর্ক নিয়ে বুধবার শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সীমানা পুনর্গঠনের পরেও দক্ষিণের কোনও রাজ্যের লোকসভা আসন কমবে না। উল্লেখ্য, জনসংখ্যার স্তর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সংসদীয় এলাকাগুলির সীমানা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কাজ শুরু হবে আগামী বছর থেকে। এর ফলে লোকসভা এলাকার সীমানায় পরিবর্তন আসতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়েছে।

Name Change

I, Layli (Old name) H/O-Saidul Haque, resident at, Vill-Chakmailpur, Po-Shashani, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732201, I have changed my name to Laily Bibi (New name) I shall be known as Laily Bibi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 25/02/2025 Laily Bibi and Layli same and one identical person.

Name Change

I, BISWAJEET MANNA(OLD NAME) S/O LATE GOPAL CHANDRA MANNA, RESIDING OF R GOPALPUR RAJARHAT,PS - BAGUIATI,DIST -24 PARGANAS NORTH,PIN-700136,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT MANNA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/02/2025. THAT BISWAJEET MANNA (OLD NAME) AND BISWAJIT MANNA (NEW NAME).BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PUSHPARANI CHINNATHAMBI, DAUGHTER OF CHINNATHAMBI, RESIDING AT CONVENT OF THE IMMACULATE HEART OF MARY,209 NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE ROAD,TOLLYGUNGE,PO-NAKTALA,PS-NETAJINAGAR,KOLKATA - 700047,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSHPA RANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE ON 25/02/2025.THAT PUSHPARANI CHINNATHAMBI AND PUSHPA RANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PALKI MUKHOPADHYAY(OLD NAME) D/O DIPANKAR MUKHERJEE,RESIDENT OF ASHA GARDEN,BLOCK-B,FLAT-4C,DIST 24 PARGANS NORTH,PIN-700102,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALKI MUKHERJEE (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025. THAT PALKI MUKHOPADHYAY (OLD NAME) AND PALKI MUKHERJEE (NEW NAME).BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Change of Name

I, Mursalin Sekh (Old name) S/o-Mojahar Sekh, resident at, Vill-Gudhiya Majhipara, PO-Gudhiya, PS & Dist-Murshidabad, 742302, I have changed my name to Mursalim Sk (New name) I shall be known as Mursalim Sk vide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 21/02/2025 Mursalim Sk and Mursalin Sekh same and one identical person.

Name Change

I, RAHUL AGRAWAL AND RAHUL ASHOK AGRAWAL,SON OF ASHOK KUMAR GUPTA, RESIDING AT FLAT NO 032,TOWER G DLF NEWTOWN HEIGHTS AA III,RAJARHAT,NORTH 24 PGNS, NEWTOWN KOLKATA, 700160,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL A AGRAWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025.THAT RAHUL AGRAWAL AND RAHUL ASHOK AGRAWAL ALSO RAHUL A AGRAWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Layli (Old name) H/O-Saidul Haque, resident at, Vill- Chakmailpur, Po-Shashani, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732201, I have changed my name to Laily Bibi (New name) I shall be known as Laily Bibi vide affidavit before the Notary at Berhampore on 25/02/2025 Laily Bibi and Layli same and one identical person.

Name Change

I, DAWA TAMANG BAL,S/O LAL BAHADUR TAMANG, RESIDING AT GUMBA TOLE,RUNGBEE DIVISION,MANGPU CINCHONA PLANTATION, DARJEELING,PIN - 734313,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DAWA TAMANG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025.THAT DAWA TAMANG BAL AND DAWA TAMANG BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, IMTIYAZ ZAKARIA MOTIWALA and IMTIAZ JIKAR BHAI MOTIWALA (Old Name) S/O MOHAMMED ZAKRIA Residing at 222, A. J. C. Bose Circus Avenue, P.O.-Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD IMTIAZ (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2022. IMTIYAZ ZAKARIA MOTIWALA and IMTIAZ JIKAR BHAI MOTIWALA (Old Name) and MD IMTIAZ (New Name) both are same and one identical person.

দু'দশকে প্রথম ওয়েস্টব্যাঙ্কে ঢুকল ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী, প্রাণভয়ে পালাচ্ছে হাজার হাজার বাসিন্দা

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার ওয়েস্টবাঙ্কে ঢুকে হামলা শুরু ইজরায়েলের! গত ২০ বছরে এই প্রথমবার সেখানে ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী। ইতিমধ্যেই প্রাণভয়ে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার বাসিন্দা। কয়েকদিন আগেই ইজরায়েলে তেল আভিভে পর পর তিনটি বাস বিস্ফোরণে উড়ে যায়। ইজরায়েলি প্রশাসন জানায়, প্রথমে তিনটি বাস বিস্ফোরকে উড়ে যায়। আরও দুটি বাসেও বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিস্ফোরকগুলো ফাটেনি। তবে ডিপোতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলো ফাঁকা থাকায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। ঘটনাস্থল থেকে মোট চারটি বিস্ফোরক যন্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তারপরই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ডাকেন নেতানিয়াহু। আলোচনার পর ওয়েস্টব্যাঙ্কে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন তিনি।

সূত্রে খবর, গত ২০ বছরে এই প্রথমবার সোমবার ওয়েস্টব্যাঙ্কে ঢোকে একের পর এক ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক। দাবি করা হচ্ছে, নেতানিয়াহুর ফৌজের হামলায় নাকি ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন কয়েক ডজন প্যালেস্তিনীয়। বিভিন্ন শহরের শরণার্থী শিবির থেকে হাজার হাজার বাসিন্দা পালিয়ে গিয়েছেন। এদিকে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ জানিয়েছেন, গত মাস থেকেই হামাস এবং ইসলামিক জেহাদ-সহ ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। জেনিন এবং তুলকারমের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর শরণার্থী শিবির ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

বলে রাখা ভালো, ইজরায়েলি ভূখণ্ডের বুকে মূলত গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্যালেস্তিনীয়ের বাস। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় হামাস। যার পালটা গাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। সেই থেকে গাজার পাশাপাশি ওয়েস্টব্যাঙ্কেও হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। কারণ তাদের অভিযোগ, গাজা থেকে পালিয়ে হামাস আশ্রয় ইচ্ছে এখানে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ইসলামিক জেহাদ ও ইরানের মদতপুষ্ট অন্যানজ্ঞ জঙ্গি সংগঠনও। সন্ত্রাসীদের জাল ছিঁাতে অভিযান আক্রমণ শানাচ্ছে তেল আভিভ। কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়েস্টব্যাঙ্কে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী দেখে আশঙ্কার প্রহর গুনছে আন্তর্জাতিক মহল।

Name Change

I, Ashadullya Biswas (old name), S/O Inchhar Biswas, residing at Dharampukuria, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashadulla Biswas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Ashadulla Biswas (new name) and Ashadullya Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Jagadish Chandra Mondal (old name), S/O Prabhas Mondal, residing at 16A, Nabadiganta, Block-B, Panchasayar, Kolkata- 700094, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jagadish Kumar Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Jagadish Kumar Mondal (new name) and Jagadish Chandra Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, PALI PODDAR (Old Name) W/O NARAYAN PODDAR Residing at 30/1/H, Old Nimta Road Kamarhati, District - North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as POLLY PODDAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 21-02-2025. PALI PODDAR (Old Name) and POLLY PODDAR (New Name) both are same and one identical person.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন

মালিগাঁও, ২৬ ফেব্রয়ারিবৈদ্যুতিকীকরণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে, বিশেষত এর অধিক্ষেত্র জুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে রেল সংযোগ বৃদ্ধি, ভ্রমণের সময় হ্রাস এবং পণ্যবাহী ট্রেনের চলাচলে উন্নতি ঘটেছে। ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল কাটিহার-বারাউনি সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনে প্রথম যাত্রীবাহী কাটিহার-অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেন নং. ১৫৭০৮১৫৭০৭-এর যাত্রা শুরু হওয়ার মাধ্যমে বৈদ্যুতিকীকরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন অর্জন করা হয়। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে ২০২৬-এর মার্চ মাসের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই উদ্যোগের ফলে যোগাযোগ, পরিচালনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং অঞ্চলটিতে সুস্থির পরিবহণে সহায়ক হবে। ভৌগোলিক এবং লজিস্টিক অবস্থার প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করে যোগাযোগ, ভ্রমণ দক্ষতা এবং পণ্যবাহী পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি অর্জন করেছে। ২০২৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২,৮২৮ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ করেছে। রাজধানী রুটের বৈদ্যুতিকীকরণ ২০২৫-এর মার্চ মাসে সম্পূর্ণ হবে এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ ২০২৫ ক্যালেন্ডার বর্ষের শেষের দিকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। কাটিহার-গুয়াহাটি, গুয়াহাটি-লামডিং, লামডিং-ফরকাটিং, আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-জিরিবামের মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলির বৈদ্যুতিকীকরণ আঞ্চলিক সংযোগ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৈদ্যুতিকীকরণের যাত্রা একাধিক মাইলস্টোন দ্বারা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, যা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে কাটিহার ডিভিশনে চালু করা ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের উপর দিয়ে প্রথম পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল, পরে ২০১৭ সালের ১৪ এপ্রিল মাসে কাটিহার থেকে প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেসের চলাচলের মাধ্যমে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি নিউ জলপাইগুড়ি ও কলকাতার মধ্যে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের উপর প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল, ২০২১ সালের ২২ অক্টোবর নিউ দিল্লি থেকে গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র মেলের ঐতিহাসিক আগমন, ২০২২ সালের ২৬ ফেব্রয়ারি গুয়াহাটি ও কাটিহারের মধ্যে ২০০০ কিমি-এর বেশি সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন আওতাভুক্ত করা এবং প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেস চালু করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ বঙাইগাঁও, রঙিয়া এবং গুয়াহাটি ইত্যাদি বড় বড় স্টেশন সহ সম্পূর্ণ বিদ্যু পরিচালিত কাটিহার-লামডিং রুটটি উসর্গ করে অঞ্চলটির যোগাযোগ আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলেছেন। বৈদ্যুতিকীকরণ টিকিয়ে রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালদা, শিলিগুড়ি এবং নিউ গুয়াহাটিতে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ শেড স্থাপন করেছে, ডিজেল থেকে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে সম্পূর্ণ রূপান্তর সুবিধাজনক করতে আরও সম্প্রসারণের কাজ চলছে। পণ্য পরিবহণের জন্য বর্তমানে ডব্লিউএজি৯ সিরিজের ইলেকট্রিক লোকোমোটিভগুলি চলাচল করছে এবং প্রধান স্থানগুলিতে লোকো ট্রিপ পরিদর্শন শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বৈদ্যুতিক শক্তির ওপেন অ্যাক্সেস উদ্যোগটি অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে, যার ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দেশজুড়ে একাধিক উস থেকে বিদ্যু করতে পারবে। বিদ্যু সরবরাহ বৃদ্ধি করতে এবং রাজ্যের গ্রিডের উপর বোঝা হ্রাস করতে অসম জুড়ে একাধিক ট্র্যাকশন সাবস্টেশন চালু করা হয়েছে।

Name Change

I, Dinesh Chandra Samanta (old name), S/O Late Bibhuti Bhushan Samanta, residing at 112/197, Samanta Para, Raghunathpur, Chandannagar, Pin- 712245, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dines Chandra Samanta (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Dines Chandra Samanta (new name) and Dinesh Chandra Samanta (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Swampa Sen (Old Name) son of Prasun Sen, residing at P-105, Basunagar, P.O. & P.S.- Madhyamgram, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sampa Sen (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 25/02/2025. Sampa Sen (New Name) and Swampa Sen (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prabas Chandra Mondal (old name), S/O Haran Mondal, residing at Piali Para, P.O.- Kalaria, P.S.- Jibantala, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743363, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prabhas Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Prabhas Mondal (new name) and Prabas Chandra Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Santilata Mondal (old name), W/O Prabhas Mondal, residing at Piali Para, P.O.- Kalaria, P.S.- Jibantala, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743363, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shantilata Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 24/02/2025. Shantilata Mondal (new name) and Santilata Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, PRIYANKA ASHTEKAR, wife of Vaibhav Ashtekar, presently reside at P-766, Lake Town, Block-A, Kolkata – 700089, and permanently residing at B/7, Arunachal Society, Samta Road, Opp. Umang Medical Store, Subhanpura, Vadodara, Gujarat-390023 do hereby solemnly affirm and declare my daughter's actual and correct name is RIDDHI ASHTEKAR which is inadvertently has been recorded as RIDDHI VAIBHAV ASHTEKAR in her Aadhaar Card vide no. 4637 5392 9809 and in her Birth Certificate issued by Kolkata Municipal Corporation vide Regn. No. 1/07/2009/03595 (Old Regn. No. B7/1574/09) dt. 15.07.2009 and other documents vide affidavit no. 5437 dt. 25.02.2025. That RIDDHI ASHTEKAR and RIDDHI VAIBHAV ASHTEKAR is the same and one identical person. Henceforth she would be known as Riddhi Ashtekar and all her documents should be considered by this name.

স্বামী হারা নারীর বিয়ে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় থানার আইসির, থানাতেই বসালেন বিয়ের আসর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিদিন পুলিশ সম্পর্কে বা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আমরা খারাপ ভালো দুটোই শুনি বা জানি, কিন্তু সমাজের সামাজিক কাজেও পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম একথা অস্বীকার করতে আমরা কেও পারিনা, পাশাপাশি পুলিশের মানবিক উদ্যোগে বহু মানুষ ফিরে পায় নতুন জীবন, ফিরে পায় বাঁচার রসদও। নদীয়ার সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার আইসির উদ্যোগে ফের একবার পুলিশের মানবিকতার পরিচয় ফুটে উঠলো আমাদের সমাজে। স্বামী হারা এক মহিলার বিয়ে দিয়ে নতুন জীবনের সূচনা করালেন চাপড়া থানার আইসি নিজ উদ্যোগে। এমনকি থানাতেই বসে বিয়ের আসর। সিভিক ভলেন্টিয়ার যুগলের বিয়ে দিলেন আইসি। মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চাপড়া থানার আইসি অনিন্দ্য মুখার্জী। সমাজের স্বামী হারা কন্যার বিয়ে সম্পন্ন করে তিনি এক মানবিকতার পরিচয় দিলেন। পুলিশ শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নয়, বরং সমাজের অসহায় মানুষেরও এক বড় ভরসাস্থল। চাপড়া থানার উদ্যোগে থানা চত্বরে আয়োজন করা হয় স্বামী হারা অসহায় মেয়ের বিয়ের আসর। গোটা থানা চত্বরে সাজিয়ে তোলা হয়েছিলো ফুল, আলোকসজ্জায়। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরাও।

জানা যায় ২০২১ ক্যান্সারে আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছিল মামনি ঘোষের স্বামীর।তার একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আর তারই বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয় চাপড়া থানার আইসি, সেই মতো চলে পাত্রের খোঁজও। অবশেষে খোঁজ মেলে পাত্রের, পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার, কড়ুইগাছি গ্রামের বাসিন্দা রথীন হালদারের। আর তার সাথেই বিয়ে ঠিক হয় মামনি ঘোষের। কন্যার হাত ধরিয়ে দিতে তিনি পিতৃস্নেহে ভরিয়ে দেন পরিবেশ, কন্যার নতুন জীবনের জন্য আশীর্বাদ করেন। বিয়ে শুধু একটি সামাজিক দায়িত্বই নয়, বরং এক মহৎ উদ্যোগ। আইসি অনিন্দ্য মুখার্জী এহেন মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার সকলেই। এই মহৎ কাজে যারা সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

নানাবিধ চাষ করে উৎসাহ বাড়াচ্ছে জাহান্নগর এলাকার এক চাষী পরিদর্শনে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নানাবিধ চাষ করে অন্য চাষীদের উৎসাহ বাড়াচ্ছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের দ্বীপের

মাঠে এলাকার উমেশ চন্দ্র দাস, স্বয়ং রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার এই কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয়ে এদিন বুধবার তার বাড়িতে দেখতে উপস্থিত হলেন তার সমস্ত চাষ যোগ্য জিনিস। একাধারে মাশরুম, রেশম চাষ, তুত পাতা, জৈব সার, দেশি কই ও ছাগল বিভিন্ন চাষ করে অন্য চাষীদের করছেন উদ্বুদ্ধ। দ্বীপের মাঠ এলাকার উমেশচন্দ্র দাসের এমন কাজ দেখে উৎসাহিত রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাকে মডেল হিসাবে অন্য চাষীদের কাছে যাতে প্রমোট করা যায়, তার ব্যবস্থা করা হবে বলে এদিন পরিদর্শন করে জানালেন তিনি। পাশাপাশি তার বাড়িতে জায়গা থাকলে তার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তরফে ছাগল প্রতিপালনের জন্য একটি ঘর করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে উমেশবাবু তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমি যা চাষ করি সমস্ত জৈব সার ব্যবহার করেই করছি। কৃষি মেলাতেও জৈব সার ও মাশরুমের স্টল দিয়েছিলাম সেখানেও ভালোই সারা পেয়েছি।

নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী দ্বাদশ শিবমন্দির আজও ভক্তদের কাছে সমাদৃত!

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ধাম বিশ্বের দরবারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে সমাদৃত। চৈতন্য ভূমি তথা মন্দির নগরী নবদ্বীপকে আবার বৈষ্ণব নগরীও বলে, যদিও বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান নবদ্বীপ হলেও এই শহরে শৈব, ও শক্তি আরাধনাও যথাযথ মর্যাদায় হয়ে থাকে। নবদ্বীপ শহর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য শিবমন্দিরও, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো নবদ্বীপ শহরের তাঁতকাপড় হাট সংলগ্ন উত্তরার রোড এলাকায় ঐতিহ্যবাহী দ্বাদশ শিবমন্দির। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মন্দির, জানা যায় এই দ্বাদশ শিব মন্দির পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে অবস্থিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস দাস প্রতিষ্ঠিত এই আটচালা শিল্পরীতির মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যের একটি অন্যতম উদাহরণ ও নিদর্শনকেই প্রমান করে। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেরিটেজ কমিশন কর্তৃক নবদ্বীপের এই মন্দির বাংলার হেরিটেজ মন্দির হিসেবে ঘোষিত হয়। রাজ্যে একইভাবে এই দ্বাদশ শিব মন্দির খুব কম জায়গাতেই রয়েছে বলে জানা যায়, কলকাতার বরিশায় রয়েছে অপর একটি প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দির, যা প্রায় ৩৫০ বছর পুরনো। সব মিলিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ নবদ্বীপ ধামের এই দ্বাদশ শিবমন্দিরও শিব ভক্ত সহ সকলের মনের মনিকোঠায় যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আজ মহা শিবরাত্রির দিনে নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন শিব মন্দিরের পাশাপাশি এই মন্দিরেও সকাল থেকেই শুরু হয় শিব ভক্তদের ভীড়, শহরের অন্যান্য শিব মন্দির থাকতেও একসাথে দ্বাদশ শিব মন্দির নবদ্বীপে এটি একমাত্র, তাই অনেকে কেবল এই মন্দিরেই পুজো দিতে আসেন বলেও জানায়।

মতুয়া গড়ে ফাটল, ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ নেতাদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ঠাকুর পরিবারের কোনও অবদান নেই- এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন জেলার মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতারা। কাঁকসার রাজবাঁধে আয়োজিত মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে ধরা হয় রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকারের সামনে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন গোঁসাই কড়া ভাষায় বলেন, পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু জেলার মতুয়ারা আজও ভূমিহীন, দুরাবস্থায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেবলমাত্র নিজেদের সাম্মানিক ভাতার ব্যবস্থা করে দুই-চারজন দলপতি ও সাধু-গোঁসাইয়ের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। অথচ যাঁরা প্রকৃত অর্থে ধর্ম রক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য কোনও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকেও নিশানা করে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি তিনি পানাগড়ে এসেছিলেন, কিন্তু জেলার মতুয়া অধ্যুষিত কলোনিগুলির কোনও খোঁজ নেননি। আমাদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অথচ এখন আমাদেরই বলা হচ্ছে নাগরিকত্ব নিতে হবে। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও মতুয়ারা অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গেও কড়া প্রতিক্রিয়া দেন স্বপন গোঁসাই। তিনি বলেন, ওপার বাংলায় হিন্দু নিধন চলছে, অথচ ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এদিন মতুয়া সমাজের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া সংবলিত স্মারকলিপি রঞ্জিত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের মূল দাবিগুলি হল-১) মতুয়াদের জন্য স্থায়ী বসবাসের জমির পাট্টা প্রদান। ২) আবাস যোজনায় মতুয়া পরিবারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। ৩) মতুয়া দলপতি ও সাধু-গোঁসাইদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করা, ঠিক যেমন ইমাম ও পুরোহিতরা পান। এই অভিযোগের বিষয়ে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার মতুয়াদের কোনও উন্নয়ন করেনি, বরং এনআরসি ও সিএএ-এর ভয় দেখিয়েছে। রাজ্য সরকারই মতুয়াদের জন্য জমির পাট্টা দিয়েছে, উদ্বাস্তু কলোনীগুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পশ্চিম বর্ধমানে ৩টি মডেল কলোনী তৈরি করা হয়েছে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি ও সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, অভিযোগকারী যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখন কেন বলেননি? নিজের স্বার্থসিদ্ধি না করতে পেরে এখন অপপ্রচার করছেন। তিনি আরও বলেন, মতুয়া উন্নয়ন বোর্ডের ১০ কোটি টাকা অনুদানে রাজ্যের বিভিন্ন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় নাটমন্দির, সোলার লাইট, রাস্তা ও কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া গড়ে এই বিভক্তি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

কালিয়াগঞ্জ - বুনিয়াদপুর রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতে চলেছে

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্রুত কালিয়াগঞ্জ - বুনিয়াদপুর রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতে চলেছে।

পাশাপাশি বালুরঘাট - হিলি রেলপথ সম্প্রসারণে রেলপথ স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানালেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই বিষয়ে জানানোর পর তিনি এদিন চিঠি দিয়ে জানান বালুরঘাট - হিলি রেলের জমি অধিগ্রহণ যতদূর পর্যন্ত হয়েছে সেই জমিতে লাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে, বাকি জমি অধিগ্রহণের কাজ হবে। অপরদিকে কালিয়াগঞ্জ - বুনিয়াদপুর রেল সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ করেছে রেল, দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে। সেদিন রেলমন্ত্রী বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবং রায়গঞ্জের সংসদ কার্তিক পাল কে চিঠি দিয়ে কালিয়াগঞ্জ - বুনিয়াদপুর জমি অধিগ্রহণের কাজ এবং বালুরঘাট - হিলি রেল লাইন পাতার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন।

জমে উঠেছে বই মেলা, বাড়ছে বই প্রেমীদের ভিড়ও

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে বানাচাঁদ স্কুল প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে হলদিবাড়ি বই মেলা ২০২৫ । মঙ্গলবার থেকে বই মেলা শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে । মঙ্গলবার বই মেলার উদ্বোধন করেন বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী, উপস্থিত ছিলেন মেকলিগঞ্জ এর মহকুমা শাসক অতনু মণ্ডল, প্রাক্তন শিক্ষক মৃনাল কান্তি সরকার সহ অন্যান্যরা। যেকোনো শহরের ঐতিহ্য বহন করে সেই শহরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি। হলদিবাড়ির মত প্রান্তিক এই ছোট্ট শহরে বই মেলার আয়োজন এখানকার সংস্কৃতির বার্তা বাহক সন্দেহ নেই। বই মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান এবং সাহিত্য, কবিতা পাঠের আসর ও পাড়া ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। প্রথম দিন বই এর জন্য হাঁটা দিয়ে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গন থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্যোগতারা এই চারদিন বই মেলা প্রাঙ্গনে ছোট থেকে বড় সকলকে স্বাদর আমন্ত্রণ জানান।

আমমোক্তারনামা

রহমতুল্লাহ সেখ, পিতা- আবুল কাশেম, সাং- ছোটকালিয়াই, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে **Book-I, 6357 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) জাসমিনারা খাতুন, ২) আফসানা খাতুন, ৩) গোলাপী বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৯ নং ছোটকালিয়াই মৌজাস্থিত এল. আর. ১০৭৫ নং দাগের এল. আর. ১৫৫৯ নং খতিয়ানের মোট ৪২ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন । অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

কার কাছে করবেন এটা উদ্বিগ্ন হতে পারে

আমি শ্রাবস্তী ভট্টাচার্য্য, প্রয়াত শ্রী অমর কুমার ভট্টাচার্য্য এবং প্রয়াত শ্রীমতী সমিতা ভট্টাচার্য্যের কন্যা, ১৮ /১/১৯, উদয় শঙ্কর সরণি, কলকাতা ৭০০০৩৩-এ বসবাস করি। বয়স প্রায় ৫০ বছর। অবিবাহিত এবং বেকার, আমি নিজেকে প্রধান দল এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী দাবি করি।

মালদাই অস্ত্র পাচারের করিডর, নজরদারি কয়েকগুণ বাড়িয়েছে বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদাকে করিডর করে অস্ত্র যাচ্ছে বাংলাদেশে। কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিশ, কলকাতা এসটিএফ। নজরদারি কয়েকগুণ

করেছে বিএসএফ। আর এক্ষত্রে কেন্দ্র রাজ্য কোয়ার্ডিনেশন করেই এগোচ্ছে। গত একমাসে অস্ত্র উদ্ধার ২৫ টিরও বেশি। শুধু অস্ত্রই নয়, পাচার হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মাদক। যা তৈরি হচ্ছে মালদাতেই। বহু মাদক কারখানার হদিশ। অন্যদিকে ওপার থেকে আসছে জালনোট। এখন ২০০ টাকার জালনোট সবথেকে বেশি। সীমান্ত এলাকা থেকে একের পর এক অস্ত্র উদ্ধার। বহু গ্রেফতার। আন্তর্জাতিক পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে অনেক। তাঁদের সঙ্গে সীমান্তে সক্রিয় বিভিন্ন উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন। যার মধ্যে হিজবুত তাহরি অন্যতম। এছাড়াও জামাতে উল মোজাহিদিন। সূত্রের খবর, অস্ত্র ও জাল নোটের আদান প্রদান হচ্ছে। চিনের মত স্টার মার্ক দেওয়া অস্ত্র আসছে মুঙ্গের থেকে। উন্নতমানের নাইন বা সেভেন এম এম পিস্তল। যা চিনের বলে মোটা টাকায় বেচে দিচ্ছে কোনও কোনও পাচারকারী। তবে সব ক্ষেত্রেই নয়। এই সব আগ্নেয়াস্ত্র হাত বদল হতে হতে মুঙ্গের থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়ছে মালদায়। সেখান থেকে বাংলাদেশের শিব গঞ্জ বা চাপাইনবাবগঞ্জ। বাংলাদেশের ভোলাহাট এলাকার কিছু দুষ্কৃতীদের সঙ্গে লিঙ্ক খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। সম্প্রতি সীমান্ত এলাকা থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। মালদাকে করিডর করে অস্ত্র পাচার করছে এমন কয়েকজন ক্যারিয়ারকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু মূল চক্রীরা অধরাই থেকে যাচ্ছে। অস্ত্র যে শুধু মুঙ্গের থেকেই আসছে তাও নয়। বিভিন্ন রকমের পাইপ গান, পিস্তল তৈরি হচ্ছে মালদাতেও। মালদার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগরে বহুবার এমন একধিক অস্ত্র কারখানার হদিশ পেয়েছে পুলিশ। এদিকে এই নিয়ে উদবেগ বেড়েছে মালদা জেলা জুড়েই। গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই মালদায় একের পর এক খুন, থ্রেটের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। আতঙ্কিত জন প্রতিনিধিরাও। ইংরেজবাজার পুরসভাতেও এই নিয়ে চলছে বিতর্ক।

নদীয়ায় রান্না করার সময় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড! এলাকায় চাঞ্চল্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার নদীয়ায় ঘটে গেলো ভয়াবহ অগ্নি কান্ডের ঘটনা! ঘটনায় এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর সুত্রাগড়ের নতুন পল্লী এলাকায়। জানা যায় দুপুরে রান্না করার সময় আচমকাই কোনভাবে আগুন লেগে যায়, যার ফলে একটি রান্নাঘর সহ দুটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রান্নাঘরের ঠিক পাশেই ছিল একটি তাঁত ঘর, যেখানে দুটি তাঁত ও প্রচুর টাকার মাছ ধরার জাল, আগুনের লেলিহান শিখায় সেগুলিও সম্পূর্ণ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের মহিলারা সেই তাঁতে কাপড় বুনতেন, আর পুরুষেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আগুনে তাঁদের যাবতীয় উপার্জনের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁরা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কীভাবে আগামীদিনে চলবে তাঁদের দিন তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। আগুন লাগার পর স্থানীয়রা দ্রুত জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর দমকলে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলকর্মীরা।

খড়গপুরে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের। মৃতদের নাম সুরজিত ডাকুয়া (২১) বিভাস পালুই (২৪)। মৃতদের বাড়ি খড়গপুর লোকাল থানার বড়বেড়িয়া গ্রামে। এদিন ভোররাতে মোটরবাইকে করে বাড়ি আসার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক কৃষ্ণনগরে ঘটনাটি ঘটে। জাতীয় সড়কের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে মোটরবাইক-সহ দুই যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের। পুলিস মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে পাঠিয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য।

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা বীরভূমের মুরারাই থানা এলাকায়। মঙ্গলবার রাতেই মুরারাই থানা এলাকায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন নির্যাতিতা কথা বলতে পারেন না। সেই সুযোগেই মঙ্গলবার তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করেন অভিযুক্ত। তাঁকে ধর্ষণও করা হয়। অভিযুক্ত নেতার স্ত্রী আবার স্থানীয় একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলেও জানা যাচ্ছে। এদিকে ঘটনার পরেই আবার নির্যাতিতার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টিরও অভিযোগ উঠেছে। থানায় যাতে না যায় সে কারণে দলবল নিয়ে হাজির হয় নির্যাতিতার বাড়িতে। হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও শেষ পর্যন্ত মুরারই থানার দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির বীরভূম জেলার বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা কটাক্ষের সুরে বলেন, এখনও পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে পারেনি। আসলে তৃণমূল মানেই সমাজবিরোধী। আসলে ওরা তৃণমূল করে বলেই পুলিশ ধরছে না। অন্যদিকে কিছুদিন আগেই কার্যত একইরকম একটি ঘটনা দেখা যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে। তবে সেই ঘটনায় লাগেনি রাজনীতির রং। ফাঁকা বাড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রকাশ্যে যাতে না আনা হয় সে জন্য যুবতীকে শাসানি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই আর খোঁজ পাওয়া যায়নি অভিযুক্তের। যদিও শেষ পর্যন্ত সবং থানার পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে যায়।

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No.- 09/15th FC(Tied)/ Lochanpur gp/2024-25, NIeT. No.-10/5th SFC/Lochanpur gp/ 2024-25 , NIeT. No.-11/15th FC(Untide)/Lochanpur gp/2024-25

E-tender are hereby invited by the Prodhan , Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission Shown as eTender Portal. For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur, Murshidabad.

বিধানসভা ভোটের আগেই বাঁকুড়ায় ৯ আসনই শাসকদলের পকেটে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শেষ উপনির্বাচনেও তালডাংরায় শেষ হাসি হেসেছিল তৃণমূল। বছর ঘুরলেই আবার বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকেই ঘর গোছানোর কাজটা শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দলই। এরইমধ্যে তালডাংরা ব্লকের দেউলভিড়া সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমস্ত আসন ছিনিয়ে

নিল তৃণমূল। যা বিধানসভা ভোটের আগে আগে এলাকার কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়াবে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। অন্যদিকে আবার তৃণমূলের এই নিরঙ্কুশ জয়কে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধী বিজেপির দাবি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, সন্ত্রাসের মাধ্যমেই এই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে শাসকদল। তবে বিজেপির অভিযোগকে খুব একটা পাত্তা দিতে নারাজ ঘাসফুল শিবিরের নেতারা। প্রসঙ্গত, তালডাংরা ব্লকের দেউলভিড়া সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির ৯টি আসন। এতদিন এই সমিতি চলছিল এডহক কমিটি দিয়ে। সম্প্রতি সেই কমিটির নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার ছিল ভোটের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন। কিন্তু দেখা যায় ৯টি আসনেই বিরোধীরা কেউ মনোনয়ন দাখিল করেনি। যার ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯ টি আসনেই জয়লাভ করে তৃণমূল। বিনা লড়াইয়ে জয় এসে যাওয়াতেই যারপরনাই খুশি ঘাসফুল ব্রিগেড। খবর জানা মাত্রই সবুজ আবির নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন তাঁরা। তবে খোঁচা দিতে ছাড়েনি পদ্ম ব্রিগেড। বিজেপির দাবি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসকদল এই জয় পায়নি। এই জয় আসলে সন্ত্রাসের জয়। বিরোধীদের মনোনয়ন জমা করতে না দেওয়ার অভিযোগও তোলে বিজেপি। যদিও বিজেপির সেই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিরোধীরা প্রার্থীই খুঁজে পায়নি। তাই এই অবস্থা।

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 68/AGP/2025 Dated – 12.02.2025
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/7/ AGP/2025

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Bid Submission: from **25/02/ 2025 to 07/03/2025 upto 4.00 pm** 2. Date and time of Bid opening **10/03/2025 at 9.00 am** . The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

ফ্যাশন বিজনেসের শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫-এর আসরে ব্যবসার উদ্যোক্তাগণ

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অনেক প্রত্যাশাকে বাস্তব করে তোলার অঙ্গীকারকে সামনে তুলে ধরে, মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ম্যারিয়টের কোর্টইয়ার্ডে সম্পন্ন হল ফ্যাশন বিজনেসের শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫, যেটি হোস্ট করেছিলেন ফ্যাশন বিজনেস জগতের স্বনামধন্য কোচ হরভি শাহ। ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে চলা এই দুই দিনের কর্মচঞ্চল ইভেন্টে ফ্যাশন, শিল্পোদ্যোগ ও ব্যক্তিগত বিকাশের কিছু প্রভাবশালী মনন একত্রিত হয়েছিল, যেখানে একইভাবে উচ্চাকাঙ্খী ও প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন শিল্পের উদ্যোক্তাদের যথেষ্ট মূল্যবান ইনসাইট অফার করা হয়েছে। সামিটের বক্তাদের নক্ষত্রখচিত পরিমণ্ডলের পাশাপাশি, এই সামিটে হারভি শাহ ছাড়াও সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা তানভি জোহরি, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও অভিব্যক্তি বা ম্যানিফেস্টেশন বিষয়ক কোচ গায়ত্রী শিবরাম এবং চিফ গ্রোথ অফিসার ম্যারিসা লাখিয়ানিকেও ফিচার করা হয়েছে। শিল্পজগতের এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব তাদের বিশেষ জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনা শেয়ার করার পাশাপাশি, সামিটে অংশগ্রহণকারীদের সেইসব অ্যাকশনযোগ্য কৌশল প্রদান করেছেন যাতে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদার বিকাশকে ইন্টিগ্রেট করার সময় দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাশন সম্পর্কিত ব্যবসাকে তৈরি করা ও তার লেভেল আরও উন্নত করা যায়। হারভি শাহ বলেন, এই কারণেই এই শীর্ষ সম্মেলনেরকথা ভাবা হয়েছে যাতে ফ্যাশনের উদ্যোগের সাথে ব্যবসার কুশলতার মধ্যে থাকা দূরত্বকে সেতুবন্ধন করা সম্ভব হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল সামিটে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে প্রতিযোগিতামূলক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টুল, মাইন্ডসেট ও নেটওয়ার্কের সুবিধা প্রদান করা। আমরা দর্শকদের কাছ থেকে যে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া পেয়েছি ও আমাদের সাথে জুড়ে থাকার ইচ্ছার প্রকাশ দেখতে পেয়েছি তার মাধ্যমে এটি আবারও নিশ্চিত করে বলা যায় যে ফ্যাশন সংক্রান্ত ব্যবসার ভবিষ্যত সবচেয়ে উজ্জ্বলতম সময়ের সাক্ষী হতে চলেছে যা আগে কখনও সম্ভব হয়নি। **একটি সম্পন্ন কমিউনিটিকে আরও সক্ষম করে তোলা-** কোভিড-এর পরবর্তী সময় থেকে শুরু হওয়া হারভি শাহের কোচিং প্রচেষ্টা ও তপরতা বর্তমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ১০,০০০ জন মেম্বারেরও বেশি একটি সম্পন্ন কমিউনিটিতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন মেম্বার তাদের নিজস্ব D2C ফ্যাশন ব্র্যান্ড লঞ্চ করতে সফল হয়েছেন এবং আরও অনেকেই তাদের ব্যবসাতে নজরকাড়া বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে ২০০ জন কমিউনিটি মেম্বার অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে ৭০ জনেরও বেশি ব্যক্তিত্বকে তাদের স্বীয় কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ১০ জন শিল্পোদ্যোগী, এই কমিউনিটিতে যোগদান করার পরে, নিজেদের ব্যবসাকে সেই স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছেন যার ফলে তাদের উপার্জন ১ কোটির সীমা অতিক্রম করেছে। হারভি নিজে গত ১০ বছর ধরে একটি সফল D2C ফ্যাশন জুয়েলারি ব্র্যান্ড, ব্লিংব্যাগ চালাচ্ছেন, যেখানে তিনি নিজস্ব ফার্স্ট-হ্যান্ড অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে চলেছেন। ফ্যাশন শিল্পের উদ্যোক্তা হিসাবে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সার, তার মেন্টরশিপেও একটি অনন্য গভীরতা প্রদান করে। এর ফলে তার থেকে যেসব বাস্তবধর্মী ইনসাইট পাওয়া যায় তার সবই ব্যবসায়িক জগতের বাস্তবিক চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। প্রধান প্রধান সেশনগুলিতে ব্র্যান্ড তৈরির কৌশল, ডিজিটাল রূপান্তর, চিন্তাশীল ও বিবেচনাপূর্ণ উদ্যোগ ও অভিব্যক্তি বা ম্যানিফেস্টেশন সংক্রান্ত কৌশলের মাধ্যমে ব্যবসার সম্ভাবনাকে আনলক করা সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রকারের নেটওয়ার্কিং সেশন, এক্সপার্টের দ্বারা পরিচালিত ওয়ার্কশপ ও আলাপ-আলোচনার জন্য তৈরি করা প্যানেল আলোচনাতে অংশ নিতে পেরেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তারা ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক গভীর ইনসাইট ও বাস্তব জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। **ইভেন্টের হাইলাইট ও স্বীকৃতি-** সম্মেলন শুরুতে একটি চিত্তাকর্ষক লাইট শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তার সাথে হারভি শাহের একটি প্রারম্ভিক সেশন হয়েছিল। এর পরে ইভেন্টের থিমকে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপিত করতে, একটি উচ্চ-প্রভাব যুক্ত অ্যাক্টিভিটির আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলির মধ্যে যেগুলির কথা না বললেই নয়, সেগুলি হল মনিশের সাথে অনুপ্রেরণামূলক ফায়ার-সাইড চ্যাট এবং হারভি-র নেতৃত্বে এবং তার পরামর্শ মেনে নিজেদের ব্যবসাকে আরও উন্নত করে তোলা কমিউনিটি মেম্বারদের মুখ থেকে শোনা তাদের সফলতার কাহিনী। এছাড়াও, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও অভিব্যক্তি বা ম্যানিফেস্টেশন সম্পর্কে গায়ত্রী শিবরামের সেশন ও ফ্যাশনের জগতে AI-এর ভূমিকার বিষয়ে ম্যারিসা লাখিয়ানির দেওয়া ইনসাইটও সম্মেলনের সামগ্রিক শিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ইভেটের প্রধান হাইলাইট ছিল তার পুরস্কার ও স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিভাগ যেখানে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক মাইলস্টোন অর্জন করা শিল্পোদ্যোগীদের কুশলতাকে উদযাপন করা হয়েছিল। নিজেদের ব্যবসা সবেমাত্র শুরু করা ব্যক্তিদের থেকে শুরু করে কোটি টাকারও বেশি উপার্জনকে সাকার করে তোলা ব্যবসায়ী পর্যন্ত, সবার জন্যই এই সম্মেলন এমন একটি প্ল্যাটফর্মের মতো কাজ করেছিল যেখানে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সাফল্য এবং হারভি শাহের মেন্টরশিপের প্রভাবের অভিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এই বছরের মতো সম্মেলনের যবনিকা পতন হওয়ার সাথে সাথেই, হারভি শাহ ও তার টিম এই উদ্যোগের সাথে জুড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা ও সংস্থার প্রভাবকে আরও বৃহত্তর স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা এটিই নিশ্চিত করতে চান যে ফ্যাশন জগত ও ব্যবসার সাথে সংযুক্ত উদ্যোগীরা যাতে এমনভাবেই তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সহায়তা পাওয়া চালিয়ে যেতে পারেন যার দ্বারা তারা নিজেদের ব্যবসা ও উদ্যোগের লেভেল আরও উন্নত করতে পারবেন।

আমমোক্তারনামা

আতিকুল ইসলাম, পিতা- ইউনুস আলি, সাং- জাগুনপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে **Book-I, 6357 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আজমিরা বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১, ৬, ২৮৯৩ নং দাগের এল. আর. ৮০৪, ৬৯১৪ নং খতিয়ানের মোট ৭৫.২৩৫ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং সিই-কন-আরএসপি-এসইআর-এলসি-১২২। চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এসডি অ্যান্ড আরএসপি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং টেন্ডারটি ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রোড সেফটি প্রোজেক্ট ইউনিট (আরএসপিইউ)-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর ডিভিসনে গালুডি-ঘাটশিলা স্টেশনের মধ্যে বিদ্যমান আরওবি-র দিকে কিমি ২১৪/১৩-১৫-এ এলসি ১২২-এর অনুষঙ্গে, কিমি ২১৩/২১-২৩-এ এলসি ১২১-এর অনুষঙ্গে সংযোগকারী সড়ক ও র‍্যাম্প (স্প্যান -১৮.০ মিটারের কম্পোজিট গার্ডারের দ্বারা আরওবি প্রপার এবং প্রবেশমুখের অংশ) নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৬.২৬ কোটি টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯.৬৩ লাখ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-1180)

দেশ ছাড়তে চাইছেন, তড়িঘড়ি অবসরের পথে পাক ক্রিকেট ওপেনার

লাহোর, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। খেলা হয়নি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। এ বার পুরোপুরি ক্রিকেট খেলা থেকেই সরে যেতে চাইছেন ফখর জমান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ হলেই অবসর নিতে পারেন। পাকিস্তান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পাকাপাকি বিদেশে গিয়ে থাকার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। যদিও পাকিস্তান বোর্ড তাঁকে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, জমান

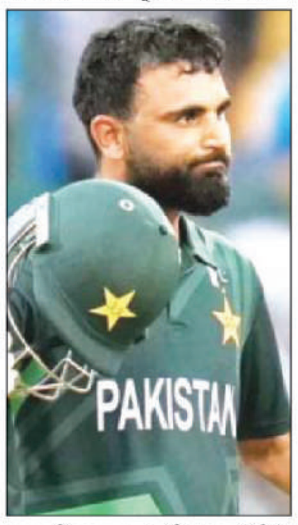

বলে দিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই তাঁর শেষ আইসিসি প্রতিযোগিতা। তিনি এক দিনের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিতে চান। শারীরিক কারণেই অবসর নিতে চাইছেন। জমান এখন হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত। পাশাপাশি ম্যাচের ধকলও আর সামলাতে পারেন না। শুধু তাই নয়, দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে নিয়েও নাকি তিনি ক্ষুব্ধ। বিদেশের লিগে খেলার জন্য অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) পান না। তাই নিজের এবং সন্তান জাইনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিদেশেই থিতু হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও নিজের মুখে কোনও কথাই বলেননি পাকিস্তানের বর্ষীয়ান ওপেনার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সমাজমাধ্যমে যে বার্তা দিয়েছিলেন সেখানেই অবসরের ইঙ্গিত ছিল। জমান লিখেছিলেন, 'সর্বোচ্চ মঞ্চে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করা এই দেশের সব ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে। আমি সম্মানিত সেই কাজ করতে পেরে। গর্বের সঙ্গে একাধিক বার পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি।' তিনি আরও লিখেছিলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত আমি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছি। তবে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বাড়ি থেকেই সবুজ জার্সিধারীদের জন্য গলা ফাটাব। এটা সবে শুরু। প্রত্যাবর্তন আরও ভাল হবে।' জমানের কথা শুনে পাক বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, ''ওকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে তার পর সিদ্ধান্ত নিক। কোনও সিদ্ধান্তই যেন হতাশা বা রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে না নেয়।''

প্রতিপক্ষ কোচের ঘাড় ধরে জরিমানা গোনার পর গোল করে দলকে জেতালেন মেসি

ম্যাচের আগে জরিমানার খবর পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। ক্যারিয়ারজুড়ে আরও অনেকবারই নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন সুয়ারেজ। তবে মেসির এমন কিছুর নজির খুব একটা নেই। মাঠে নেমে অবশ্য দুজনই আপন রূপে। দারুণ গোল করে দলকে এগিয়ে নিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড করলেন দলের শেষ গোলটি। প্রত্যাশিত জয়ের দেখা পেল ইন্টার মায়ামি।

ফ্লোরিডা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ একই ম্যাচে দুজনে গোল করে অনেকবার দলকে জিতিয়েছেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। এবার এক ম্যাচে জরিমানাও গুনলেন ইন্টার মায়ামির এই দুই তারকা। সেটা আবার একই ধরনের ভুলের জন্য। ২৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে ম্যাচে মেসি নিউইয়র্ক সিটির কোচ ও সুয়ারেজ এক খেলোয়াড়ের ঘাড়ে হাত দেওয়ার শাস্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার মেজর লিগ সকারের ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাদের অর্থ জরিমানার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। যদিও টাকার পরিমাণটা জানানো হয়নি। সেদিন ম্যাচের শেষ বাঁশির পর হলুদ কার্ড পাওয়া মেসি মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। রেফারি আলেক্সিস দা সিলভার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডার কারণে তিনি হলুদ কার্ড দেখেন। মেসি নিউইয়র্কের সহকারী কোচ মেহদি বালুশির সঙ্গে কী যেন একটা বলছিলেন,

তখন দুজন মায়ামি সহকারী কোচ তাকে থামানোরও চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় তারা প্রাথমিকভাবে সফলও ছিলেন, মেসি প্রথমে হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু পরে আবার বালুশির দিকে ফিরে যান। তিনি তাঁর ডান হাত বালুশির ঘাড়ে রাখেন এবং জোরে চেপে ধরেন। যা লিগে প্রতিপক্ষের মুখ, মাথা বা ঘাড়ে হাত দেওয়ার নিয়মবিরুদ্ধ। নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে ওই ম্যাচেরই অন্য এক ঘটনায় ইন্টার মায়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজকেও জরিমানা করা হয়েছে। ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষে নিউইয়র্কের ডিফেন্ডার বার্ক রিসার ঘাড় পেছন থেকে চেপে ধরেছিলেন সুয়ারেজ। ম্যাচটিতে মায়ামি জিততেও পারেনি। শেষ মুহূর্তে গোল করে ২-২ গোলে সমতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন মেসিরা। শাস্তি পাওয়া মেসি ও সুয়ারেজ আজ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে কানসাস সিটির বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগে ৩-১ গোলে জিতেছে মেসির মায়ামি। ম্যাচের ১৯ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। সুয়ারেজের ক্রস বুক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন, এরপর বল মাটিতে পড়লে হাফ-ভলিতে নেন জোরালো শট। তাতে ক্যানসাস সিটির গোলরক্ষক জন পুলস্ক্যাম্প পরাস্ত হন। এক সপ্তাহে ৩টি ম্যাচ খেলা মেসিকে দ্বিতীয়ার্ধে তুলে নেওয়া হয়। কারণ, প্রথমার্ধেই মায়ামির জয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। মেসির পর প্রথমার্ধেই দুটি গোল করেন তাদেও আলেন্দে ও লুইস সুয়ারেজ। নিউইয়র্কের মেমো রদ্রিগেজ ৬৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন। প্রথম লেগেও জিতেছিলেন মেসিরা। ১-০ গোলে জয়ে সেই ম্যাচেও গোল পেয়েছিলেন মায়ামি অধিনায়ক। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলের জয় নিয়ে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোতে পৌঁছে গেছে মায়ামি।

নকআউটের 'নায়ক', রঞ্জি ফাইনালে সেঞ্চুরি বছর একুশের দানিশ মালেবরের

নাগপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ কয়েকদিন আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে বছর একুশের দানিশ মালেবরের। সেই দানিশ এ বারের রঞ্জির নকআউটে নায়ক হয়ে উঠেছেন। এমনি এমনি এ কথা বলা হচ্ছে না। এর নেপথ্যে যথেষ্ট বড় কারণ রয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দানিশ হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। এরপর সেমিফাইনালেও হাফসেঞ্চুরি দানিশের। এ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালেও তাঁর ব্যাট জ্বলে উঠল। ১৭১ বলে তিনি অঙ্কের রানে পৌঁছান তিনি। এই ইনিংসের পথে তাঁর ব্যাটে এসেছে ১২টি চার ও ২টি ছয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দানিশ মালেবরের অবশ্য এটি প্রথম সেঞ্চুরি নয়। তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে নাগপুরে ১৩ নভেম্বর সেঞ্চুরি করেছিলেন দানিশ। এরপর ফাইনালের মঞ্চে জ্বলে উঠলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে বিদর্ভ কেরল। সেখানে টস জিতে প্রথমে বিদর্ভকে ব্যাটিংয়ে পাঠান কেরল অধিনায়ক সচিন বেবি। ৬.৩ ওভারের মধ্যে জোড়া উইকেট হারিয়ে ফেলে বিদর্ভ। ওপেনার পার্থকে শূন্যে ফেরান নিধিশ। এরপর দর্শন নালকাণ্ডের উইকেট তুলে নেন ইডেন অ্যাপেল টম। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন দানিশ। জুটি বাঁধেন ধ্রুব শোরের সঙ্গে। এরপর ধ্রুব ফিরলে করুণ নায়ারের সঙ্গে জমাট জুটি বাঁধেন দানিশ। বিদর্ভ ও কেরলের রঞ্জি ফাইনালের প্রথম দিনের শেষে করুণ নায়ারদের স্কোর ৪ উইকেটে ২৫৪। দিনশেষে দানিশ মালেবর ২৫৯ বলে ১৩৮ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন।

'পাকিস্তান টিমের দায়িত্ব পেলে এক বছরে হাল ফেরাব'

লুধিয়ানা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ 'আমায় সুযোগ দিন। বারো ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করব। এক বছরে বদলে দেব দলের চেহারা।' বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, ছন্নছাড়া পাক ক্রিকেট টিমের হাল ফেরাতে এমন অভিনব প্রস্তাব দিলেন যিনি, তিনি পাকিস্তানের কেউ নন। তাঁর নাম যোগরাজ সিং। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার। সম্পর্কে যুবরাজ সিংয়েরবাবা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''ওয়াসিম, শোয়েবের মতো খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা জঘন্য কথা বলছেন আর স্টুডিওয় চারপাশে বসা লোকেরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে। এতে লজ্জা পাওয়া উচিত। ওয়াসিমজি, আপনি ওখানে বসে টাকা কামাচ্ছেন, তাই তো? দয়া করে দেশে ফিরে যান আর ক্যাম্প বসান। আমি দেখতে চাই, পাকিস্তানের কোন সেরা খেলোয়াড় দলকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করেন। যদি সেটা করতে না পারেন, তাহলে সরে দাঁড়ান।''

মিনি বিশ্বকাপে 'পাক-বধে' সেঞ্চুরির নায়ক বিরাটকে পুরস্কার আইসিসির

দুবাই, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল কার্যত অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছে। পাকিস্তানকে হারানোর পর তারা সেমিফাইনালের টিকিটও কনফার্ম করে ফেলেছে। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে সবথেকে বড় স্বস্তি হল বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধামাকাদার শতরান করার পর আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েও যথেষ্ট নজর কাড়লেন বিরাট কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বিরাট কোহলির ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রথম ম্যাচেও তিনি ব্যাট হাতে তেমন ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেননি। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁকে ফের সেই পুরনো মেজাজেই দেখতে পাওয়া গেল। একেবারে রাজার মতো তিনি শাসন করলেন। পূরণ করলেন আন্তর্জাতিক

ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫১তম শতরান। আইসিসি প্রকাশিত সর্বশেষ ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে সেই পারফরম্যান্সের যথাযোগ্য পুরস্কারও পেলেন কোহলি। এই তালিকায় তিনি এক ধাপ উপরে উঠে এসেছেন। ৭৪৩ রেটিং পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে বিরাট কোহলি আপাতত পাঁচ নম্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সম্প্রতি শুভমান গিলের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভাল হচ্ছে। প্রত্যেকটা ম্যাচেই তাঁর ব্যাট থেকে রানের ফোয়ারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুভমানের ব্যাট থেকে একটা ঝকঝকে শতরান বেরিয়ে এসেছিল। ইতিপূর্বে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও আয়োজিত ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে তিনি শতরান করেছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গিল ৪৬ রান করেন। আপাতত আইসিসি প্রকাশিত সর্বশেষ ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রাজত্ব করছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার বাবর আজম ৭৭০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৭৫৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী ব্যাটার হেনরিক ক্লাসেন। তিনি সংগ্রহ করেছেন ৭৪৯ রেটিং পয়েন্ট।

'একদম প্রস্তুত', কেকেআর ক্যাপ্টেন্সি প্রশ্নে ভেঙ্কটেশ আইয়ার

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কেকেআর খেলবে উদ্বোধনী ম্যাচ। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে শুরুতেই মহারণ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে নাইট রাইডার্স। সরকারি ভাবে কেকেআর এখনও ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেনি। আইপিএলে কেকেআরের রিটেনশন তালিকায় ছিলেন রিঙ্কু সিং। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, তাঁকেই হয়তো ক্যাপ্টেন হিসেবে ভাবছে কেকেআর। মেগা অকশনে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে বিশাল দরে নেয় নাইট রাইডার্স। তখন যেন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ভেঙ্কটেশই নেতৃত্ব পেতে চলেছেন। মেগা অকশনের দ্বিতীয় দিন অজিঙ্ক রাহানেকে নেয় কেকেআর। এরপর থেকে শুধু জল্পনাই চলছে। ভেঙ্কটেশ নাকি রাহানে, কে পাবেন নেতৃত্ব? ইতিমধ্যেই আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আপাতত ঘরোয়া

ক্রিকেটারদের নিয়েই চলছে শিবির। রিঙ্কু সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, বৈভব অরোরা, মায়াঙ্ক মার্কন্ডেরা ছিলেন। রঞ্জি সেমিফাইনালে বিদায়ের পর মুম্বই ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানেও যোগ দিয়েছেন কেকেআরের শিবিরে। টিম ম্যানেজমেন্ট কার নাম ঘোষণা করবে, তা এখনও রহস্য। যদিও ভেঙ্কটেশ আইয়ার বলছেন, তিনি কেকেআরের ক্যাপ্টেন্সির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন্সির তেমন অভিজ্ঞতা নেই ভেঙ্কটেশ আইয়ারের। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফোকে এক সাক্ষাৎকারে ভেঙ্কটেশ আইয়ার বলেন, ''অবশ্যই...অবশ্যই আমি রেডি। আমি সব সময়ই বলে এসেছি, ক্যাপ্টেন্সি শুধুমাত্র একটা তকমা। আমি লিডারশিপে বিশ্বাস করি। লিডারের ভূমিকা আরও বড়। নেতৃত্বের জন্য ক্যাপ্টেন্সির তকমাটা জরুরি নয়। নিজে ভালো পারফর্ম করে বাকিদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠতে হবে। তরুণ প্রজন্মের কাছে আদর্শ হতে হবে। যেটা আমি রাজ্য দলের হয়ে চেষ্টা করেছি। আমি কিন্তু মধ্য প্রদেশের ক্যাপ্টেন ছিলাম না। তবে সবটাই ব্যক্তিগত মত।''

ভারতকে 'জামাই আদর' করছে আইসিসি! হারের পরই নাকে কান্না পাকিস্তানের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কি আলাদা করে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে আইসিসি? ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায়ের পর পাকিস্তান ক্রিকেট সমর্থকদের একাংশ এমনই দাবি করতে শুরু করেছেন। তাঁদের কথায়, টিম ইন্ডিয়া যে 'বিশেষ সুবিধা' পাচ্ছে, সেটা অন্য কোনও দলকে দেওয়া হচ্ছে না। কী এই বিশেষ সুবিধা? আসলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ভেন্যু নিয়ে যাবতীয় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বাকি সাতটা দলের মতো টিম ইন্ডিয়াকে কোথাও ট্রাভেল করতে হচ্ছে না। ভারতের প্রত্যেকটা ম্যাচই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হচ্ছে। আর সেকারণেই পাকিস্তান ক্রিকেট সমর্থকদের একাংশ অভিযোগ করছেন, অন্য দলগুলোকে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে, ভারতকে সেটার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানিকে অন্য কোনও ভেন্যুতে ট্রাভেল করতে হচ্ছে না। ফলে একই উইকেটে কেমন খেলা উচিত, সেই ব্যাপারেও টিম ইন্ডিয়ার কাছে একটি সম্যক ধারণা থাকছে। একটি ভেন্যু থেকে অন্য ভেন্যুতে গেলে অবশ্যই পারফরম্যান্সের পাশাপাশি যথেষ্ট শারীরিক কষ্ট হয় বলে দাবি করা হয়েছে। যদি নিউজিল্যান্ডের কথাই

ধরা হয়, তাহলে করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি যেতে তাদের ১,৪০০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে হয়েছে। সেখানে টিম ইন্ডিয়া একই ভেন্যুতে একের পর এক ম্যাচ খেলে যাচ্ছে। সত্যিই কি সুবিধা পাচ্ছে ভারত? এবার প্রশ্ন হল, এই অভিযোগ কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত? পাকিস্তান ক্রিকেট সমর্থকদের দাবি, একটি ভেন্যু থেকে অন্য ভেন্যুতে যেতে গেলে ক্রিকেটারদের যথেষ্ট শারীরিক ধকল হয়। আর সেই প্রভাব পারফরম্যান্সের উপরেও পড়ে। সেক্ষেত্রে পালটা প্রশ্ন উঠবে, আইসিসি যদি ভারতকে বিশেষ খাতিরই করতে চাইত, তাহলে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ভারতের ১০ ভেন্যুতে কেন আয়োজন করা হত। মাথায় রাখা দরকার, এটা কার্যত টিম ইন্ডিয়ার কাছে হোম টুর্নামেন্ট ছিল। কিন্তু, টুর্নামেন্ট চলাকালীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের থেকে বেশি ট্রাভেল অন্য কোনও দলকে করতে হয়নি। একটা ছোট পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে ১৫,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাও গুয়াহাটি এবং তিরুবনন্তপুরমে আয়োজিত দুটো অনুশীলন ম্যাচ বাদ দিয়েই এই হিসেবটা ধরা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আরও ২,০০০ কিলোমিটার কমপক্ষে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। ফলে রোহিত অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে আঙুল তোলার আগে পাকিস্তান ক্রিকেট সমর্থকরা যদি এই পরিসংখ্যানে একবার চোখ বুলিয়ে নেন, তাহলেই আশা করা যায় মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এবার ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথায় আসা যাক। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে নিরাপত্তার কারণে টিম ইন্ডিয়া হয়ত পাকিস্তান যাবে না। কিন্তু, যে ভেন্যুতে তাদের খেলতে বলা হবে, সেখানেই তারা খেলতে রাজি। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপেও এমনটা হয়েছিল। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক চাপের কারণে আইসিসি শেষপর্যন্ত (কার্যত বাধ্য হয়ে) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ভারতের প্রত্যেকটা ম্যাচ দুবাইয়ে আয়োজন করা হবে। এক্ষেত্রে কারোর কোনও হাত নেই। আইসিসি-ও চেয়েছিল যে ভারত এই টুর্নামেন্ট খেলুক। তাই এমন সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়েছে।

৪-৪ গোলের রোমাঞ্চ শেষে বার্সা কোচের মেজাজ খারাপ, খুশি সিমিওনে

বার্সেলোনা, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ দিয়েগো সিমিওনে বেজায় খুশি। আতলেতিকো মাদ্রিদ কোচ খুশি, কারণ তাঁর দল ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও বার্সেলোনার সঙ্গে ৪-৪ গোলে ড্র করেছে। স্বাভাবিক কারণেই হান্সি ফ্লিকের মেজাজ

খারাপ। ৮৩ মিনিট পর্যন্ত ৪-২ গোলে এগিয়ে থাকার পরও ম্যাচ জিততে না পারলে এমনই তো হওয়ার কথা। অথচ গতকাল রাতে কোপা দেল রের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ড্র করেই খুশি হওয়ার কথা ছিল। ম্যাচের ৬ মিনিট যেতে না যেতেই যে প্রতিপক্ষ আতলেতিকো এগিয়ে গিয়েছিল ২-০ গোলে। সেখান থেকেই দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্সা উল্টো এগিয়ে যায় ৪-২ গোলে। পরের গল্পটা ম্যাচের শেষ দিকে আতলেতিকোর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের। ৪-২ গোলে এগিয়ে গিয়েও ড্র। সেটিও ঘরের মাঠে। ফ্লিকের খ্যাপাটাই স্বাভাবিক। ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ টেলিভিশন চ্যানেল টিভিইকে ফ্লিক বলেন, ''এই ফলে আমি হতাশ, কারণ শুরুতে ২ গোল খেলেও কী দারুণভাবেই না আমরা ফিরে এসেছিলাম। একটা সময় তো ৪-২ গোলে এগিয়েও গেলাম। আমরা কত সুযোগ তৈরি করলাম। কিন্তু সবকিছুই বৃথা গেল। শেষ কয়েক মিনিটে আমরা ওদের (আতলেতিকো) ফেরার সুযোগ করে দিলাম।'' প্রতিপক্ষ আতলেতিকোর প্রশংসাও করেছেন ফ্লিক, ''আতলেতিকো খুব ভালো খেলেছে। আমার খুব ভালো ও শক্তিশালী একটি দলের বিপক্ষে খেলেছি। তবে ৮০ মিনিট পর্যন্ত আমাদের আধিপত্য ছিল, শেষ কয়েক মিনিট রক্ষণকাজটা ভালোভাবে করতে পারিনি। চতুর্থ গোলটা তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'' ম্যাচ শুরুর পর ১ মিনিট না হতেই হুলিয়ান আলভারাজের গোলে এগিয়ে যায় আতলেতিকো।

৫ মিনিট পর ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন আঁতোয়ান গ্রিজমান। পেদ্রি (১৯ মিনিট), পাউ কুবারসি (২১) ও ইনিওগো মার্তিনেজের (৪১) গোলে ৩-২ ব্যবধানে প্রথমার্ধ শেষ করে বার্সা। ৭৪ মিনিটে বার্সার চতুর্থ গোলটি আসে রবার্ট লেভানডফস্কির কাছ থেকে। ৮৪ মিনিটে মার্কোসি ইয়োরেন্তের গোলে ব্যবধান কমানো আতলেতিকো সমতা আনে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে। আলেকজান্দার সরলথ করেন ৪-৪। এমন নাটকীয়ভাবে শেষ পর্যন্ত ড্র করতে পারায় খেলোয়াড়দের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আতলেতিকো কোচ সিমিওনে, ''এই দলটার টিম স্পিরিটই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। গ্লাডিয়েটরসুলভ মানসিকতা আমাদের খেলোয়াড়দের। অবিশ্বাস্য! বার্সেলোনা দলটা অনন্যসাধারণ, তবে আমরাও কম নই। আমরা কী, সেটি তো দেখালামই।'' সরলথের করা চতুর্থ গোলটির পর বিশ্বজয়ের উদযাপনের মেতে ছিল আতলেতিকো। সেটি নিয়েও বলেছেন সিমিওনে, ''ওটা ছিল আনন্দে ফেটে পড়া। ৪-২ থেকে ফেরাটা কঠিন মনে হচ্ছিল। তবে আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রচণ্ড সাহসী। ওরা সমতা ফিরিয়েছে। এখন অপেক্ষা ২ এপ্রিলের দ্বিতীয় লেগের।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com